HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – সামাজিক প্রতিষ্ঠান

টপিক – ০১ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ধারণা

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ধারণা
টপিক ০২: সামাজিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব
টপিক ০৩: বিবাহের ধারণা
টপিক ০৪: বিবাহের প্রকারভেদ ও রীতি
টপিক ০৫: বিবাহের সামাজিক গুরুত্ব
টপিক ০৬: পরিবারের ধারণা
টপিক ০৭: পরিবারের উৎপত্তি ও বিবর্তন তত্ত্ব
টপিক ০৮: পরিবারের প্রকারভেদ
টপিক ০৯: পরিবারের কার্যাবলী
টপিক ১০: পরিবারের সামাজিক গুরুত্ব
টপিক ১১: গ্রামীণ ও শহুরে পরিবারের ধরণ ও পরিবর্তনশীল ভূমিকা

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ১২: জ্ঞাতিসম্পর্কের ধারণা
টপিক ১৩: জ্ঞাতিসম্পর্কের প্রকারভেদ
টপিক ১৪: সমাজজীবনে জ্ঞাতিসম্পর্কের গুরুত্ব
টপিক ১৫: জ্ঞাতিসম্পর্কিত লুইস হেনরি মর্গান-এর মতবাদ
টপিক ১৬: অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা
টপিক ১৭: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান
টপিক ১৮: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ধারণা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ধারণা

ইংরেজি 'Institution' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ প্রতিষ্ঠান। সমাজের প্রচলিত বিধি, কর্মপদ্ধতি এবং সমাজের মধ্যে যে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ক রয়েছে তাই হলো সামাজিক প্রতিষ্ঠান। অন্যভাবে বলা যায়, সামাজিক রীতিনীতি, প্রথা-পদ্ধতির নানারূপ, যার মধ্যে রয়েছে সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলি তাই হলো সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

সাধারণ অর্থে প্রতিষ্ঠান বলতে সাধারণত কতকগুলো প্রতিষ্ঠিত কার্যপ্রণালিকে বোঝায় যার মাধ্যমে মানুষ তার প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করে থাকে। মূলত সামাজিক প্রতিষ্ঠান হলো সামাজিক কাঠামো ও যন্ত্রবিশেষ যার মাধ্যমে সমাজ মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম সংগঠিত করে, নিয়ন্ত্রিত করে ও বাস্তবায়িত করে। আধুনিক সমাজে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে পরিবার, শিক্ষা, ধর্ম, রাজনীতি এবং অর্থনীতি।

সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার ও পেজ তাদের 'Society' নামক গ্রন্থে বলেছেন, “প্রতিষ্ঠান হলো সেসব প্রতিষ্ঠিত কর্মপদ্ধতি যার মাধ্যমে গোষ্ঠীর কার্যাবলির বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়।"

সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ধারণা

হার্টন এবং হান্ট (Horton and Hunt) তাদের 'Sociology' নামক গ্রন্থে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ধারণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, "সামাজিক প্রতিষ্ঠান হলো বিভিন্ন সম্পর্কের এক সুসংগঠিত ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে সমাজের মানুষের কিছু মৌলিক প্রয়োজন পূরণ হয়ে থাকে এবং সাধারণ কিছু নিয়মকানুন ও প্রথা-পদ্ধতির বিকাশের মাধ্যমে স্থায়িত্ব লাভ করে।"

চার্লস এ. এলউড (Charles A. Ellwood)-এর মতে, "... habitual ways of living together which have been sanctioned, systematized and established by the authority of communities."

সমাজবিজ্ঞানী জিসবার্ট-এর মতে, "ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য কতকগুলো স্থায়ী ও স্বীকৃত কর্মপদ্ধতিই প্রতিষ্ঠান।"

সমাজবিজ্ঞানী সামনার (Samner) -এর মতে, "A institution consists of a concept and structure."

সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ধারণা

গিলিন এবং গিলিন (Gillin and Gillin) -এর মতে, "A social institution is a functional configuration of culture pattern which processes a certain permanence and which is intended to satisfy felt social needs."

অতএব বলা যায়, মানুষ প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় সমাজে সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপন করতে পারে। মূলত মানুষ নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্যই সমাজজীবনের অত্যাবশ্যকীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ, রীতিনীতি, লোকাচার এবং লোকরীতির সৃষ্টি করে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠিত কর্মব্যবস্থা তথা মানুষের কার্যাবলির সংগঠিত রূপকে সামাজিক প্রতিষ্ঠান (Social Institution) বলা হয়। সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ পাওয়া যায়-

১. সামাজিক প্রথা ও সংস্কারের ওপর প্রতিষ্ঠিত।
২. সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থায়ী ও বিমূর্ত।
৩. সমাজের মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার বিশেষ কৌশল।
৪. এটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিনির্ভর।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – সামাজিক প্রতিষ্ঠান

টপিক – ০২ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব

টপিক ০২: সামাজিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সামাজিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব

পূর্বের অধ্যায়ে (চতুর্থ অধ্যায়ে) সামাজিক প্রতিষ্ঠান কী, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা জানি, সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলতে সমাজের প্রচলিত বিধি, কর্মপদ্ধতি এবং সমাজের মানুষের মধ্যে যে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ক রয়েছে তাকে নির্দেশ করে। সহজ কথায় সামাজিক প্রতিষ্ঠান হচ্ছে রীতিনীতি, প্রথা-পদ্ধতির নানারূপ; যার রয়েছে সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলি। এ নিয়মাবলির ভিত্তিতেই সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনের তাগিদেই সমাজে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। সমাজের মানুষের নিরাপত্তা, নারী-পুরুষের বৈধ সম্পর্ক, সন্তান লালন-পালন, সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, শিক্ষা বিস্তার ইত্যাদি প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সামাজিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব নিচে আলোচনা করা হলো-

সামাজিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব

পূর্বের অধ্যায়ে (চতুর্থ অধ্যায়ে) সামাজিক প্রতিষ্ঠান কী, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা জানি, সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলতে সমাজের প্রচলিত বিধি, কর্মপদ্ধতি এবং সমাজের মানুষের মধ্যে যে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ক রয়েছে তাকে নির্দেশ করে। সহজ কথায় সামাজিক প্রতিষ্ঠান হচ্ছে রীতিনীতি, প্রথা-পদ্ধতির নানারূপ; যার রয়েছে সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলি। এ নিয়মাবলির ভিত্তিতেই সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের বিভিন্ন প্র# পরিবার ও বিবাহ দুটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। পরিবার হচ্ছে ব্যক্তির হৃদয়বৃত্তি প্রকাশের জন্য, মানসিক যাতনার উপশমের জন্য, যৌন ক্ষুধার পরিসমাপ্তি ঘটানোর জন্য, শিশুর শিক্ষা ও লালন-পালনের জন্য সমাজজীবনের মূল কেন্দ্র। পরিবার একটি শৃঙ্খলিত গোষ্ঠী আর বিবাহ হলো একটি সামাজিক কার্যপ্রণালি। বিবাহের ফলে সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা পায় এবং পরস্পরের মধ্যে বন্ধনের দ্বারা পরিবার গঠিত হয় ।

সামাজিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব

শিক্ষা একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সামাজিক পটভূমিকায় মানুষের পরিবর্তনশীল, পরিবর্ধিত ও পুনর্গঠিত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত বুদ্ধিমূলক কর্মকুশলতাকে শিক্ষা বলা হয়। শিক্ষা ব্যক্তির সুপ্ত শক্তির বিকাশ সাধন করে। সমাজস্থ মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তির পূর্ণ বিকাশসাধন করে তাদেরকে আত্মোপলব্ধি করতে সহায়তা করাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। সমাজবিজ্ঞানিগণ সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে সমাজে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা নির্ধারণ করেন। সমাজবিজ্ঞান বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান কাজ হলো একটি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা; যার মাধ্যমে শিক্ষার প্রকৃত ও বাস্তব, অলংকারিক ও ব্যবহারিক- উভয়রূপ উদ্দেশ্যই সাধিত হতে পারে ।য়োজনের তাগিদেই সমাজে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। সমাজের মানুষের নিরাপত্তা, নারী-পুরুষের বৈধ সম্পর্ক, সন্তান লালন-পালন, সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, শিক্ষা বিস্তার ইত্যাদি প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সামাজিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব নিচে আলোচনা করা হলো-

সামাজিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সামাজিক প্রতিষ্ঠানের আওতাভুক্ত। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রভাবে মানুষের মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়। সাহিত্য সংঘ, সংগীত চর্চা, চিত্রকলা, ক্রীড়া সংঘ প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের সৃজনশীল বৃত্তিসমূহের বিকাশ ঘটে। ফলে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সুন্দর ও সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনের কাজে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করে থাকে।

সামাজিক প্রতিষ্ঠান ব্যক্তির আচার-আচরণ, নিরাপত্তা, নারী-পুরুষের বৈধ সম্পর্ক, শিক্ষা, প্রয়োজনীয় জ্ঞান, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ সাধনেও গুরুত্বপূর্ণ।

সামাজিক প্রতিষ্ঠান নীতিবোধ, গঠনমূলক চরিত্র বিকাশের ক্ষেত্রে সমাজের জনগণকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে এবং রাষ্ট্রীয় আইন ও বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ প্রতিরোধ ও সংশোধনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সামাজিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব

সামাজিক প্রতিষ্ঠান মানবসমাজের নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সামাজিক প্রতিষ্ঠান মানুষকে সংঘবদ্ধ হয়ে কোনো না কোনো ভৌগোলিক এলাকায় বসতি স্থাপন করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানই ওই এলাকার নিরাপত্তা বিধানের জন্য সমাজের জনগণকে সচেতনের চেষ্টা করে।

প্রতিষ্ঠান সমাজের জনগণের মধ্যে সম্পর্ক ও নিয়মনীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজের জনগণকে একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত ও সমাজের যাবতীয় উন্নয়নে সকলকে সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমাজের জনগণের মধ্যে সৌজন্যবোধ সৃষ্টি করে এবং জনগণের মধ্যে সামাজিকতার উন্মেষ ঘটায়। এছাড়া সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমাজের জনগণের নৈতিকতা শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিকতাকে সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সামাজিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব

সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমাজের অগ্রগতি সাধনের মাধ্যমে সমাজকে গতিশীল ও প্রাণবন্ত করে তোলে। সমাজের মানুষের নতুন নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক প্রতিষ্ঠান সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলা ও সুষ্ঠু সমাধানের মাধ্যমে সমাজকে আধুনিক ও গতিশীল রূপ দেয়।

সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমাজের মানুষের সার্বিকভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ধরনের নিয়মনীতির প্রবেশ ঘটিয়ে সামাজিক বিভিন্ন সমস্যাবলির সুষ্ঠু সমাধানের মাধ্যমে সমাজের জনগণের জীবনযাত্রার মান নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি সমাজের স্থায়িত্ব ও অগ্রগতি সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে তার গুরুত্বকে আরও অর্থবহ করে তোলে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – সামাজিক প্রতিষ্ঠান

টপিক – ০৩ বিবাহের ধারণা

টপিক ০৩: বিবাহের ধারণা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বিবাহের ধারণা

বিবাহ একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বৈধ যৌনাচার, সন্তান উৎপাদন ও লালনপালনের জন্য ধর্মের অনুমোদন ও আইনের সমর্থনে যে চুক্তি হয় সেটিই বিবাহ। তাই বলা যায়, বিবাহের মাধ্যমেই নারী-পুরুষ পারিবারিক জীবনে প্রবেশ করে এবং সমাজ স্বীকৃতভাবে সন্তান জন্মদানের অধিকার লাভ করে। বিবাহ সম্পর্কে 'Edward Westermarck' বলেন, "বিবাহ এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে স্ত্রী ও পুরুষ মোটামুটি একটি স্থায়ী সম্পর্কে আবদ্ধ হয় এবং সন্তান-সন্ততি জন্ম দেওয়ার পরেও তাদের এ বন্ধন স্থায়ী থাকে।"

ই. আর. গ্রোভস (E. R. Groves) বলেন, "বিবাহ হচ্ছে এমন এক বন্ধুত্ব যার আইনগত রেজিস্ট্রেশন এবং সামাজিক গোষ্ঠীর সমর্থন রয়েছে।"

সামাজিক নৃবিজ্ঞানী ম্যালিনোস্কি তার 'Sex and Repression in Savage Society' (1972) নামক গ্রন্থে বিবাহ সম্পর্কে বলেন, "A contract for the production and maintenance of children." (বিবাহ হচ্ছে একজন নারী ও একজন পুরুষের সন্তান-সন্ততি জন্মদান এবং লালন-পালনের একটি চুক্তিবিশেষ)।

'Encyclopedia of Britanica' বিবাহের আইনসংগত সংজ্ঞা দিয়েছেন। আইনের দৃষ্টিতে বিবাহ হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া, অনুষ্ঠান; যার মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের বৈধতা স্থির হয়। পাশাপাশি দৈহিক মিলনের উদ্দেশ্য হলো জীবনের পরিপূর্ণ সংহতির মাধ্যমে পরিবার প্রতিষ্ঠা করা।

বিবাহের ধারণা

W. P. Scott (ডব্লিউ. পি. স্কট) তার 'Dictionary of Sociology' গ্রন্থে বলেছেন, "বিবাহ হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান কিংবা সামাজিক রীতিনীতির এক জটিল রূপ, যা একজন পুরুষ ও একজন নারীকে পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে এবং যা পারিবারিক জীবন পরিচালনায় অপরিহার্য।"

সমাজবিজ্ঞানী রস (Ross) বিবাহকে তিনটি concept -এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন-

* বিবাহ হলো পবিত্র (Marriage is sacred);
* বিবাহ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উপায় (Marriage is the way of social control);
* অত্যন্ত ব্যক্তিগত ধারণা (Highly personal concept) ।

বিবাহের ধারণা

হোবেল (Hoebel) তার 'Anthropology' গ্রন্থে বলেন, বিবাহ হচ্ছে সামাজিক রীতি বা আচরণের একটি জটিল রূপ, যা দুটি নারী-পুরুষের সম্পর্ক হিসেবে সংজ্ঞায়িত ও নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।

নৃবিজ্ঞানী রবার্ট লুই বলেন, "Marriage is relatively permanent bond between permissible mates." (বিবাহ হচ্ছে দুজন নরনারীর মধ্যে সম্পর্ক রচনা, যা সমাজ কর্তৃক অনুমোদিত)।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মুসলিম আইন অনুযায়ী, বিবাহ হচ্ছে ধর্ম কর্তৃক অনুমোদিত একটি দেওয়ানি চুক্তি। এক্ষেত্রে দুটি পক্ষ থাকে। একপক্ষ প্রস্তাব পেশ করে এবং অন্যপক্ষ তা গ্রহণ করে এবং দুই পক্ষেরই কিছু কিছু আইনগত অধিকার ও দায়িত্ব থাকে।

অতএব বলা যায়, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বৈধ যৌনাচার, সন্তান উৎপাদন ও লালন-পালনের জন্য ধর্মের অনুমোদন ও আইনের সমর্থনে যে চুক্তি হয় সেটাই বিবাহ।

বিবাহের ধারণা

বিবাহের বৈশিষ্ট্য: বিবাহের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে আমরা প্রধানত দুটি সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য লক্ষ করি। তা হলো- স্বামী-স্ত্রীর যৌন মিলনের সামাজিক স্বীকৃতি এবং সন্তানের বৈধতা। তবে এ দুটি বৈশিষ্ট্য ছাড়াও বিবাহের বিভিন্ন সংজ্ঞার আলোকে বিবাহের নানাবিধ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

১. বিবাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের যৌন চাহিদা পূরণ হয়।

২. বিবাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বৈধ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

৩. বিবাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মিলনের ফলে ভূমিষ্ঠ সন্তান বৈধ সন্তান হিসেবে সমাজে স্বীকৃতি পায়।

৪. বিবাহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো বিবাহ সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করে।

৫. বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গড়ে ওঠে এবং সমাজ গঠনের মাধ্যমে রাষ্ট্র টিকে থাকে।

৬. বিবাহ সমাজের স্থায়িত্ব রক্ষা করে।

৭. বিবাহের মাধ্যমে মানুষের যাবতীয় সামাজিক সম্পর্ক নির্ধারিত হয়।

৮. বিবাহ পরিবারের সূচনার পাশাপাশি জ্ঞাতিসম্পর্ক সৃষ্টি করে।

৯. বিবাহ পরিবারের ভিত্তিস্বরূপ এবং এ বিবাহ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

১০. বিবাহের মাধ্যমে পরিবারের সূচনা হয় এবং পরিবার সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – সামাজিক প্রতিষ্ঠান

টপিক – ০৪ বিবাহের প্রকারভেদ ও রীতি

টপিক ০৪: বিবাহের প্রকারভেদ ও রীতি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বিবাহের প্রকারভেদ ও রীতি

সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের পাশাপাশি বিবাহের প্রকারভেদ ও রীতির ক্ষেত্রেও পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। জাতিগত সংস্কৃতি, আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট, ধর্মীয় মূল্যবোধ, শিক্ষা-সচেতনতা ইত্যাদি কারণে বিবাহের বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। বিবাহের বিভিন্ন ধরন ও রূপ সম্পর্কে জি. ডি. মিশেল তার 'A Dictionary of Sociology' গ্রন্থে বলেন, "মানবসমাজে বিবাহের বিভিন্ন ধরন প্রচলিত। একক বিবাহ, বহু স্ত্রী বিবাহ, বহু স্বামী বিবাহ, মাতৃতান্ত্রিক ও পিতৃতান্ত্রিক বিবাহ, বসবাসের ভিত্তিতে মাতৃবাস ও পিতৃবাস বিবাহ।" নিচে বিবাহের বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

১. একক বিবাহ (Monogamy): একজন পুরুষ ও একজন মহিলার মধ্যে সমাজ স্বীকৃত চুক্তির মাধ্যমে যে বিবাহ বন্ধন হয় তাকে একক বিবাহ বলে। একক বিবাহ পদ্ধতি সর্বাধিক প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতি এবং এ বিবাহ সর্বজনস্বীকৃত। একক বিবাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং ছেলেমেয়েদের প্রতি অধিকতর স্নেহ-ভালোবাসা প্রদানের বেশি সুযোগ রয়েছে। একক বিবাহের মাধ্যমে মা-বাবা তাদের সন্তান-সন্ততির প্রতি সুষ্ঠু প্রতিপালনের আন্তরিক আগ্রহ পোষণ করে। এছাড়া একক বিবাহ ব্যবস্থায় বৃদ্ধ মাতা-পিতা সন্তান-সন্ততির নিকট থেকে অধিকতর সেবাযত্ন লাভ করতে পারেন। এজন্য নৃবিজ্ঞানী ম্যালিনোস্কি বলেন, "একক বিবাহ পদ্ধতি হচ্ছে সর্বকালের জন্য যথার্থ বিবাহ ব্যবস্থা।" (Monogamy has been and will remain the only true type of marriage.)

বিবাহের প্রকারভেদ ও রীতি

২. বহু বিবাহ (Polygamy): এক ব্যক্তির একাধিক বিবাহ করার রীতিকে বহু বিবাহ বলে। বহু বিবাহ দুই ধরনের হতে পারে। যথা- ক. বহু স্বামী বিবাহ ও খ. বহু স্ত্রী বিবাহ।

ক. বহু স্বামী বিবাহ (Polyandry): Polyandry শব্দটি এমন একটি গ্রিক শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ 'অনেক পুরুষ'। এটি এমন একটি পদ্ধতি যেখানে একজন নারী একাধিক পুরুষের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ থাকতে পারে। তবে যে সমাজে বহু স্বামী গ্রহণ পদ্ধতি প্রচলিত আছে সে সমাজে এ পদ্ধতি সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। এর কারণে বিবাহিত জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং সমাজের জনসংখ্যা হ্রাস পেতে পারে। দক্ষিণ ভারতের টোডা উপজাতি সমাজে এ ধরনের বিবাহ পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে।

খ. বহু স্ত্রী বিবাহ (Polygyny): এ ধরনের বিবাহ পদ্ধতিতে একজন পুরুষের একই সময়ে বহু স্ত্রী থাকে। প্রাচীনকালে ব্যাবিলনবাসী ও হিব্রুদের মধ্যে বহু স্ত্রী বিবাহ ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। তবে বর্তমানে হিন্দু ও মুসলিম সমাজে এ ধরনের বিবাহ প্রথা চালু রয়েছে।

বিবাহের প্রকারভেদ ও রীতি

৩. গোষ্ঠী বিবাহ (Group Marriage): একাধিক পুরুষ ও একাধিক মহিলার মধ্যে অনুষ্ঠিত বিবাহকে বলে গোষ্ঠী A বিবাহ। গোষ্ঠী বিবাহ কদাচিৎ কখনো দেখা যায়। তবে তিব্বত এবং শ্রীলঙ্কার বহু স্বামী বিবাহরীতি থেকে মাঝে মধ্যে ক্রমে গোষ্ঠীগত বিবাহরীতি উদ্ভব হয়ে থাকে।

৪. লেভিরেট এবং সরোরেট (Levirate and Sororate): বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তি ধরে সাধারণত এ ধরনের বিয়ে হয়ে থাকে।

ক. লেভিরেট (Levirate): মৃত স্বামীর যেকোনো ভাইয়ের সাথে বিধবা মহিলার বিবাহকে লেভিরেট বিবাহ রীতি বলে আখ্যা দেওয়া হয়। এ রীতি অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তার বিধবা স্ত্রী মৃত স্বামীর যেকোনো ভাইকে বিবাহ করে। অনেক ক্ষেত্রে এটি দেবর বিবাহ বলে পরিচিত।

খ. সরোরেট (Sororate): কোনো ব্যক্তির স্ত্রী মৃত্যুবরণ করলে সে তার মৃত স্ত্রীর যেকোনো বোনকে বিবাহ করবে-এমন রীতিই হচ্ছে সরোরেট। এটি শ্যালিকা বিবাহ বলেও পরিচিত।

অতএব দেখা যায়, লেভিরেট এবং সরোরেট পদ দুটি যথাক্রমে মৃত স্বামীর ভাই এবং মৃত স্ত্রীর বোনকে বিবাহ করার রীতি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এ বিবাহ অবশ্যই দ্বিতীয়বারের মতো বিবাহ।

বিবাহের প্রকারভেদ ও রীতি

৫. বহির্বিবাহ এবং অন্তর্বিবাহ (Exogamy and Endogamy): পাত্রপাত্রী নির্বাচনের ভিত্তিতে বিবাহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এ দুই প্রকার বিবাহ সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো-

ক. বহির্বিবাহ (Exogamy): শব্দগত অর্থে Exogamy হচ্ছে বাইরে বিবাহ (Exo অর্থ বাইরে এবং gamy অর্থ বিবাহ)। বিবাহের পাত্রপাত্রী নির্বাচনের সময় যখন কোনো সমাজে এ রীতি দেখা যায়, কোনো ব্যক্তিকে তার নিজ গোষ্ঠীর বাইরে থেকে পাত্রী নির্বাচন করতে হচ্ছে তখন সে প্রথার নাম বহির্বিবাহ। অর্থাৎ পাত্র যে গোষ্ঠীর সদস্য সে গোষ্ঠীতে নয়, তাকে পাত্রী খুঁজতে হবে বাইরের কোনো গোষ্ঠী থেকে।

খ. অন্তর্বিবাহ (Endogamy): শব্দগত অর্থে Endogamy হচ্ছে ভিতরের বিবাহ (Endo অর্থ ভেতর;gamy অর্থ বিবাহ)। এটি বিবাহের এমন একটি রীতি যেক্ষেত্রে পাত্রপাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কাউকে নিজ গোষ্ঠীতেই খুঁজতে হয়। সার্বিকভাবে বলা যায়, নিজ গোষ্ঠীর তথা গোষ্ঠীর মধ্য থেকে পাত্রপাত্রী নির্বাচন বাধ্যতামূলক হলে সেটিই হলো অন্তর্বিবাহ। বস্তুত এটি বহির্বিবাহ রীতির (Exogamy) সম্পূর্ণ বিপরীত রীতি।

বিবাহের প্রকারভেদ ও রীতি

৬.কাজিন বিবাহ (Cousin Marriage): নৃবিজ্ঞানের গবেষণায় দেখা দিয়েছে, পৃথিবীর প্রায় ৩০% সমাজে কাজিন বিবাহ প্রথাকেই পছন্দ করা হয়। কাজিন বিবাহ প্রধানত দুই প্রকার। যথা-

ক. প্যারালাল কাজিন বিবাহ (Parallel Cousin Marriage): প্যারালাল কাজিন বলতে চাচাতো ভাইবোন বা খালাতো ভাইবোনকে বোঝায়। মনে রাখা দরকার, একই লিঙ্গের ভাই বা বোনের সন্তানেরা পরস্পর প্যারালাল কাজিন। যেমন- দুই ভাইয়ের সন্তান-সন্ততিরা পরস্পর চাচাতো ভাইবোন আবার দুই বোনের সন্তান-সন্ততিরা পরস্পর খালাতো ভাইবোন। চাচাতো ভাইবোনের মধ্যে অথবা খালাতো ভাইবোনের মধ্যে বিবাহকে বলা হয় প্যারালাল কাজিন বিবাহ। মধ্যপ্রাচ্যের কতিপয় সমাজ এবং বাংলাদেশের মুসলিম সমাজসহ পৃথিবীর অনেক সমাজেই প্যারালাল কাজিন বিবাহ লক্ষ করা যায়। এটি চাচাতো ও খালাতো ভাইবোন বিবাহও বলা হয়।

খ. ক্রস কাজিন বিবাহ (Cross Cousin Marriage): পিতার বোনের সন্তান-সন্ততি (ফুফাতো ভাইবোন) এবং মাতার ভাইয়ের সন্তান-সন্ততি (মামাতো ভাইবোন) হলো ক্রস কাজিন। অর্থাৎ বিপরীত লিঙ্গের ভাইবোনের সন্তানেরাই ক্রস কাজিন। ফুফাতো বা মামাতো ভাইবোনের মধ্যকার বিবাহকে বলা হয় ক্রস কাজিন বিবাহ। ক্রস কাজিন বিবাহ আমাদের দেশের মুসলিম সমাজসহ পৃথিবীর অনেক সমাজেই লক্ষ করা যায়। এটিকে ফুফাতো ও মামাতো ভাইবোন বিবাহও বলা হয়।

বিবাহের প্রকারভেদ ও রীতি

৭. অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ (Hypergamy and Hyprogamy): বিবাহবন্ধনের মাধ্যমে সামাজিক পদমর্যাদার হ্রাসবৃদ্ধি পেতে পারে। এ দিক বিবেচনায় বিবাহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক. অনুলোম বিবাহ (Hypergamy) : যখন উচ্চ বংশজাত পাত্রের সাথে অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণির কন্যার বিবাহ হয়, তখন এ ধরনের বিবাহকে অনুলোম বিবাহ বলা হয়।

খ. প্রতিলোম বিবাহ (Hypogamy): যখন নিম্ন বংশজাত পাত্রের সাথে অপেক্ষাকৃত উচ্চজাত বংশের কন্যার বিবাহ হয়, তখন এ প্রকার বিবাহকে প্রতিলোম বিবাহ বলা হয়।

বিবাহের প্রকারভেদ ও রীতি

৮. সমবিবাহ ও অসম বিবাহ (Homogamy and Heterogogamy): পাত্রপাত্রীদের মধ্যে বয়স, শিক্ষা, রুচি, আর্থিক অবস্থা, সামাজিক মর্যাদা প্রভৃতি নানা সমতা এবং অসমতার ভিত্তিতে বিবাহকে দুটি জাতিরূপে ভাগ করা যায়। যেমন-

ক. সমবিবাহ (Homogamy): পাত্রপাত্রীর মধ্যে যখন, বয়স, শিক্ষা, রুচি, আর্থিক অবস্থা, সামাজিক বংশীয় মর্যাদা সমান হয়, তখন তাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত বিবাহকে সমবিবাহ বলা হয়। মনোবিজ্ঞানিগণের মতে, সমবিবাহে নবদম্পতির পক্ষে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং খাপ খাওয়ানো সহজতর হয়। এ কারণে সর্বকালে সর্বসময়ে সমাজে সমবিবাহের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

খ. অসম বিবাহ (Heterogamy): পাত্রপাত্রীর মধ্যে যখন উপরিউক্ত বিষয়সমূহের সমতা পরিলক্ষিত হয় না, তখন সে ধরনের বিবাহকে অসম বিবাহ বলা হয়। সাধারণ অসম বিবাহে নবদম্পতির পারস্পরিক সম্পর্কে গড়মিলের সম্ভাবনা বেশি থাকে। এ কারণে সব সমাজেই এ ধরনের বিবাহ এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়।

বিবাহের প্রকারভেদ ও রীতি

৯. রোমান্টিক বিবাহ ও সংযোজিত বিবাহ (Romantic Marriage and Arranged Marriage): বিবাহের পাত্রপাত্রী কীভাবে মনোনীত করা হয়, তার প্রেক্ষিতে বিবাহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যখন পাত্র ও পাত্রী দুজনেই পরস্পরের সাথে পরিচিত হয়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় তখন এ ধরনের বিবাহকে রোমান্টিক বিবাহ বলা হয়। পক্ষান্তরে, যখন অপর পক্ষ অর্থাৎ অভিভাবকবৃন্দ, আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধব পাত্রপাত্রী মনোনয়ন করে বিবাহের ব্যবস্থা করেন তখন এ ধরনের বিবাহকে সংযোজিত বিবাহ বলা হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – সামাজিক প্রতিষ্ঠান

টপিক – ০৫ বিবাহের সামাজিক গুরুত্ব

টপিক ০৫: বিবাহের সামাজিক গুরুত্ব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বিবাহের সামাজিক গুরুত্ব

মানবসমাজে পরিবার গঠনের পূর্বশর্ত বা প্রধান মাধ্যম হলো বিবাহ। পারিবারিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বিবাহ হলো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। সামাজিক নানা রীতিনীতি, ধর্ম, আচারের মাধ্যমে নারী-পুরুষের এ সম্পর্ক স্থাপন ও রক্ষা করা হয়। যে কারণে সামাজিক ক্ষেত্রে বিবাহের গুরুত্ব অপরিসীম। এ প্রসঙ্গে বার্ট্রান্ড রাসেল তার 'Marriage and Morals' গ্রন্থে বলেন, "আমি বিশ্বাস করি যে, দুটি নরনারীর মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সম্পর্ক যদি থাকে তা হলো বিবাহ।" নিচে বিবাহের সামাজিক গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হলো—

বিবাহ এমন একটি পদ্ধতি যা নারী-পুরুষের প্রাকৃতিক চাহিদা অর্থাৎ যৌন আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য তাদের বন্ধন সৃষ্টি করে দেয়।

এমন একটি ব্যবস্থা যা সমাজজীবনে পরিবার গঠনের পূর্বশর্ত। এ বিবাহের মাধ্যমেই নারী-পুরুষের বৈধ মিলন হয় এবং সন্তান-সন্ততির জন্মলাভ ঘটে। এভাবে বিবাহ নারী-পুরুষের আগামী পরিবার গঠনের সুযোগ করে দেয় এবং সুখে-দুঃখে স্বামী-স্ত্রীকে পাশে থাকতে সহায়তা করে ।

বিবাহের সামাজিক গুরুত্ব

বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠন হয় এবং বংশ টিকে থাকে। বিবাহের মাধ্যমে যে সন্তানের জন্ম হয় সে সন্তান বংশ টিকিয়ে রাখে এবং পিতামাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। এক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানী ম্যালিনোস্কির অভিমত হলো-"বিবাহ কেবল যৌন মিলনের অনুমতি দেওয়া না বরং পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের দায়িত্ব ন্যস্ত করে।"

সামাজিক ক্ষেত্রে বিবাহের গুরুত্বের অন্যতম একটি কারণ হলো বিবাহ সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ অর্থাৎ পতিতাবৃত্তি, নেশাগ্রস্ততা, ইভটিজিং ইত্যাদি সমস্যা সমাধানের অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

বিবাহের মাধ্যমে সুষ্ঠু সামাজিকীকরণ সম্ভব হয়। বিবাহ নারী-পুরুষের সুখের সংসার গঠনের মাধ্যমে সন্তান জন্ম ও লালন-পালনের পাশাপাশি সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলে সুষ্ঠু সামাজিকীকরণে সহায়তা করে।

বিবাহের নৈতিক মূল্যও অপরিসীম। মানবসমাজে বিবাহের বন্ধন হলো এক পবিত্র বন্ধন। এ বন্ধন স্বামী-স্ত্রীর জৈবিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা ও সন্তানের প্রতি স্নেহ-মমতার জন্ম দেয়।

বিবাহের সামাজিক গুরুত্ব

এছাড়া বিবাহের ধর্মীয় গুরুত্বও অপরিসীম, সকল ধর্মেই বিবাহকে পবিত্র মিলন ও বন্ধন হিসেবে গণ্য করা হয়। এ বিবাহকে সামাজিক স্থায়িত্ব রক্ষা ও স্বাভাবিকতা বজায় রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – সামাজিক প্রতিষ্ঠান

টপিক – ০৬ পরিবারের ধারণা

টপিক ০৬: পরিবারের ধারণা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

পরিবারের ধারণা

আদিকালে প্রথমে মানুষ দলবদ্ধভাবে বসবাস করত। ক্রমান্বয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবারে বিভক্ত হয়। পরিবার সর্বাপেক্ষা আদিম প্রতিষ্ঠান, একটি স্থায়ী সামাজিক সংগঠন। এ সংগঠন থেকেই মানবজাতির বিকাশ লাভ হয়েছে এবং সাথে সাথে সমাজের অগ্রগতি ও পরিবারের রূপ-কাঠামো পরিবর্তন হয়েছে। পৃথিবীর এমন কোনো সমাজ নেই যেখানে পরিবারের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। এজন্য পরিবার সর্বদা একটি সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত।

ইংরেজি 'Family' শব্দটির বাংলা প্রতিরূপ 'পরিবার' 'Family' কথাটি এসেছে রোমান শব্দ Famulas শব্দ থেকে যার অর্থ ভৃত্য এবং 'Famila' শব্দটি ভৃত্যের সমষ্টি বোঝায় যারা একই সংসারের অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তীতে 'Family' বলতে সংসারের সব ব্যক্তিকেই বোঝানো হয়। যারা সকলেই সংসারের কর্তার সম্পত্তিরূপে গণ্য হতো। কিন্তু আধুনিককালে পরিবারের এরূপ ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে।

পরিবারের ধারণা

সাধারণভাবে বিবাহবন্ধনের মাধ্যমে একজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রীলোক যৌথভাবে বসবাস করলে তাকে পরিবার বলা হয়। মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই পরিবার নামক সংগঠনেই বাস করে। সমাজ বিশ্লেষকদের মতে, পরিবার হলো যৌন সম্পর্ক দ্বারা গঠিত একটি সুনির্দিষ্ট জুটি, যা সন্তান প্রসবের এবং লালন-পালনের জন্য সুযোগ প্রদান করে। স্বামী ও স্ত্রী এরূপ বন্ধনের মাধ্যমেই একটি পরিবার গড়ে তোলে।

সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার পরিবার সম্পর্কে বলেন, "Family is a group defined by a sex relationship sufficiently precise and enduring to provide for the procreation and upbringing of children." অর্থাৎ পরিবার হচ্ছে এমন একটি গোষ্ঠী, যাকে সুস্পষ্ট জৈবিক সম্পর্কের দ্বারা সুনির্দিষ্ট করা যায় এবং এটি সন্তান-সন্ততির জন্মদান ও তাদের লালন-পালনের একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান।

পরিবারের সংজ্ঞায় সমাজবিজ্ঞানী স্পেন্সার বলেন, "পরিবার হলো একটি সামাজিক দল, যা সাধারণত রক্তের সাথে সম্পর্কিত বা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ সদস্যদেরকে নিয়ে গঠিত।" (The family is a social group, which usually consists of members who are related either through blood ties or marriage).

পরিবারের ধারণা

সমাজবিজ্ঞানী এম. এফ. নিমকফ তার 'Marriage and Family' গ্রন্থে পরিবার সম্পর্কে বলেন, "পরিবার হলো সন্তানাদিসহ অথবা সন্তানাদি ছাড়া স্বামী এর স্ত্রীর কমবেশি একটি স্থায়ী সংস্থা।" (The family is a more or less durable association of husband and wife with or without children)..

সমাজবিজ্ঞানী কার্ল মার্কস বলেন, "পরিবার হলো এমন একটি সামাজিক গোষ্ঠী যার সদস্যরা একত্রে বসবাস করে এবং একত্রে অর্থনৈতিক কাজকর্মে যোগ দেয়।"

ফ্রান্সিস জে. ব্রাউন-এর মতে, "প্রতিটি সমাজে সামাজিক স্তরের মূল একক হলো পরিবার।" (The basic unit of social structure in every society is the family.)

ডব্লিউ পি. স্কট (W. P. Scott) তার 'Dictionary of Sociology' গ্রন্থে পরিবারের সংজ্ঞায় বলেছেন, সীমিত অর্থে পরিবার হলো এমন একটি মৌলিক জ্ঞাতিভিত্তিক সামাজিক একক, যা স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের সন্তান-সন্ততি নিয়ে গঠিত। ব্যাপক অর্থে পরিবার হলো পোষ্য সন্তানাদিসহ (দত্তক) এমন এক জ্ঞাতি সমষ্টি যারা একত্রে বসবাস করে। (Family is a basic kinship unit, in its minimal form consisting of husband, wife and children. In its widest sense, it refers to all relatives living together including adopted persons.)

পরিবারের ধারণা

সমাজবিজ্ঞানী (জিসবার্ট) Gisbert তার 'Fundamental of Sociology (1973) গ্রন্থে বলেন, "The family is in a way a biological unit having a common dwelling place its members. It implies and institutionalized sex relationship regulating the relations between husband and wife and a system of nomenclature and reckoning descent which forbids marriage within certain degrees." (পরিবার একটি জৈব একক জোট যার সদস্যগণ একত্রে বাস করে। যা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে যে যৌন সম্পর্কের দিক আছে তাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। এটি এমন একটি পারস্পরিক সম্পর্কের নামকরণ ও পুরুষানুক্রম নির্ণয়ের রীতি, যার দ্বারা যে সকল নির্দিষ্ট সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ তা নির্ণীত হয়।

সমাজবিজ্ঞানী ডেভিড পোপিনো তার 'Sociology' গ্রন্থে বলেন, "পরিবার হলো এমন একটি জ্ঞাতিভিত্তিক গোষ্ঠী যার সদস্যরা একত্রে বসবাস করে এবং অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য উদ্দেশ্য অর্জনের একক হিসেবে সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে কাজ করে।"

পরিবারের ধারণা

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনটি মৌলিক প্রয়োজন চরিতার্থ করার জন্য মানুষ পরিবার গঠন করে। যেমন-

১. যৌন বাসনা চরিতার্থ করা;

২. সন্তান উৎপাদন এবং লালন-পালন করা ও

৩. অর্থনৈতিক কার্যকলাপ, খাওয়াপরা ইত্যাদির বন্দোবস্ত করা।

অতএব আমরা বলতে পারি, পরিবার হলো একই সঙ্গে বসবাসকারী কয়েকজন ব্যক্তির সমষ্টি এবং এর ভিত্তি হলো বিবাহ এবং এ পরিবার সকল সমাজব্যবস্থায়ই বিদ্যমান।

পরিবারের ধারণা

পরিবারের বৈশিষ্ট্য: পরিবারের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে এর কতকগুলো বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। নিচে পরিবারের কতিপয় বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো-

সমাজজীবনে মানুষ পরিবারের মাধ্যমেই প্রবেশ করে। যে কারণে পরিবারকে প্রাথমিক ও মৌলিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলা হয়।

পরিবার সমাজের প্রাথমিক একক বা ইউনিট এবং সামাজিক সংগঠনের মূলাধারা।

পরিবার একটি আদর্শ নিরাপত্তামূলক প্রতিষ্ঠান। কেননা পরিবার যৌন চাহিদা মেটানো, সন্তান উৎপাদন ও লালন-পালন ও নিরাপত্তা এ তিনটি মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে গঠিত হয়।

পরিবার সমাজস্বীকৃত একটি প্রতিষ্ঠান। পরিবার রীতিনীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি দ্বারা পরিচালিত হয়।

পরিবারের দায়-দায়িত্ব শুধু সন্তান জন্মদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং পরিবার সার্থকভাবে সন্তান লালন-পালন ও সেবাযত্নের মাধ্যমে সুনাগরিক গড়ে তোলে।

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীদের মতে, পরিবারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো পরিবার বিবাহের মাধ্যমে গড়ে ওঠে এবং নারী-পুরুষের বৈধ সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করে।

পরিবারের ধারণা

পরিবার সমাজজীবনে স্থায়ী ও বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠান। সভ্য, অসভ্য নির্বিশেষে পৃথিবীর সব সমাজেই পরিবারের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়।

পরিবারের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো প্রত্যেক মানুষই কোনো না কোনো পরিবারে জন্মগ্রহণ করে এবং এ পরিবার বৃহত্তর সমাজের ক্ষুদ্রতম একক হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে।

গতিশীলতা পরিবারের বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি প্রজন্মেই নতুন করে পরিবার গঠিত হয় এবং এভাবেই পরিবার আবর্তিত হচ্ছে।

পরিবারের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো পরিবারের সদস্যদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। যা সমাজে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের মধ্যে লক্ষ করা যায় না।

#পরিবারের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো পরিবার সমাজের স্থায়িত্ব রক্ষা করে থাকে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – সামাজিক প্রতিষ্ঠান

টপিক – ০৭ পরিবারের উৎপত্তি ও বিবর্তন তত্ত্ব

টপিক ০৭: পরিবারের উৎপত্তি ও বিবর্তন তত্ত্ব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

পরিবারের উৎপত্তি ও বিবর্তন তত্ত্ব

পরিবারের উৎপত্তি সম্পর্কে অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর নিজস্ব কিছু লোককাহিনি রয়েছে। সমাজবিজ্ঞানী মর্গান, লুবক এবং ব্রিফল্ট পরিবারের উৎপত্তি প্রসঙ্গে আদিম সমাজের যৌনাচারের কথা বলেছেন। তাদের মতে, মানবজাতির প্রাথমিক অবস্থায় অবাধ যৌনাচার প্রচলিত ছিল। তখন স্থায়ী বৈবাহিক বন্ধনের প্রচলন ছিল না। তাই তখন পরিবার কিংবা বিবাহ কোনোটারই অস্তিত্ব থাকার কথা নয়। কিন্তু তাদের এ মতবাদকে সমালোচনা করে সামাজিক নৃবিজ্ঞানী ওয়েস্টারমার্ক তার 'The History of Human Marriage' (1921) গ্রন্থে বলেন, "মানুষ শুরু থেকেই একক বিবাহভিত্তিক পরিবারে বসবাস করত। অর্থাৎ তখন থেকেই পরিবারের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।"

আধুনিক নৃবিজ্ঞানীদের মতে, সমাজ বিকাশের এমন কোনো পর্যায় নেই যেখানে পরিবার সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। তারা বলেন, মানুষের ইচ্ছা ও চাহিদার নিরিখেই পরিবারের উৎপত্তি ঘটেছে। পরিবারের উৎপত্তি সম্পর্কে আলোড়ন সৃষ্টিকারী গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ প্রকাশ করেন সামাজিক নৃবিজ্ঞানের জনক এল. হেনরি মর্গান (L. Henry Morgan)। মর্গান (১৮১৮-১৮৮১) বিভিন্ন লেখালেখির পাশাপাশি আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানদের ইরাকুয়া উপজাতিদের মধ্যে প্রত্যক্ষ গবেষণা করে পরিবার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেন। ১৮৭৭ সালে মর্গানের 'Ancient Society' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে তিনি পরিবারের বিবর্তনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন।

পরিবারের উৎপত্তি ও বিবর্তন তত্ত্ব

মর্গানের মতে, আধুনিক এক বিবাহভিত্তিক পরিবার (Monogamian Family) এক দীর্ঘ ক্রমবিকাশের ফল। তিনি বলেন, সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে যৌন জীবন, বিবাহ ও পরিবারের কাঠামোতে মৌলিক পরিবর্তন এসেছে। নিচে মর্গান বর্ণিত পরিবারের উৎপত্তি বা বিবর্তনসংক্রান্ত মতবাদটি আলোচনা করা হলো-

রক্ত সম্পর্কযুক্ত পরিবার (Consanguine Family): রক্ত সম্পর্কযুক্ত পরিবার প্রথা গঠিত হয় আপন বা জ্ঞাতিসম্পর্কের নিকট ভাইবোনের মধ্যে বিয়ের ভিত্তিতে। অবাধ যৌন জীবনের স্তর অতিক্রম করে মানবসমাজের প্রথম ধরনের পরিবার হিসেবে কনস্যাংগুইন বা রক্ত সম্পর্কযুক্ত পরিবারের সূত্রপাত হয়।

মর্গানের মতে, কনস্যাংগুইন পরিবার হচ্ছে আদি বা প্রথম পরিবার, তবে যৌন জীবনের দ্বিতীয় স্তর। কারণ যৌন জীবনের প্রথম স্তর অবাধ যৌনাচারে কাটে এবং তা ছিল প্রাক-পরিবার জীবন। পরিবারের অস্তিত্ব ছিল মর্গান বর্ণিত বন্যদশার নিম্ন ও মধ্য পর্যায়ে। ওই সময়ে সম্পত্তিতে মালিকানার অস্তিত্ব ছিল।

পরিবারের উৎপত্তি ও বিবর্তন তত্ত্ব

পুনালুয়ান পরিবার (Punaluan Family): আপন বা জ্ঞাতিসম্পর্কের কয়েকজন বোনের সঙ্গে একদল পুরুষের বা আপন জ্ঞাতিসম্পর্কের কয়েকজন ভাইয়ের সঙ্গে একদল মহিলার যৌথ বিবাহের ভিত্তিতে পুনালুয়ান পরিবার গঠিত হয়। অর্থাৎ যৌন জীবনের ওপর আর একটু সামাজিক নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হয়। এ পরিবার প্রথার চল্লিশটি নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে উত্তর আমেরিকান রেড ইন্ডিয়ান উপজাতির মধ্যে।

সিনডিয়াসমিয়ান পরিবার (Syndyasmian Family): একজন পুরুষ ও একজন মহিলার মধ্যে অস্থায়ী যুগল বন্ধনে এ পরিবার গঠিত হতো। এ পরিবারের স্থায়িত্ব স্বামী-স্ত্রীর খেয়ালখুশির ওপরই নির্ভর করত। সাধারণত একটি সন্তান জন্মের পর পরিবারটি বিলুপ্ত হয়ে যেত। মর্গানের মতে, এটি হচ্ছে তৃতীয় স্তরের পরিবার এবং চতুর্থ পর্যায়ের যৌন জীবন। আমেরিকান অধিবাসীদের মধ্যে এ পরিবারের সূত্রপাত হয়েছিল।

পরিবারের উৎপত্তি ও বিবর্তন তত্ত্ব

পিতৃতান্ত্রিক পরিবার (Patriarchal Family): এ প্রকারের পরিবার গড়ে ওঠে একজন পুরুষের সঙ্গে একাধিক স্ত্রীর বিয়ের ভিত্তিতে। পরিবারটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো পরিবারের ক্ষমতা স্বামী, পিতা বা বয়স্ক পুরুষের হাতে। আসলে মর্গানের পিতৃপ্রধান পরিবারই বর্তমানে Polygynous Family নামে পরিচিত।

একক বিবাহ পরিবার (Monogamian Family): একজন পুরুষের সাথে অপর একজন মহিলার বিবাহসূত্রে এ ধরনের পরিবার গড়ে ওঠে। মর্গানের মতে, মনোগ্যামিয়ান পরিবার আধুনিক পরিবারের সর্বজনীন রূপ। এটি পরিবারের বিবর্তন ধারায় পঞ্চম স্তরের পরিবার এবং স্বাভাবিকভাবেই ষষ্ঠ স্তরের যৌন জীবন। বর্তমান শিল্প সমাজে এ পরিবারের প্রাধান্য রয়েছে। তবে কিছু আদিম সমাজে এর অনুপস্থিতি দেখা যায়।

মর্গানের পরিবারের বিবর্তন সম্পর্কিত মতবাদে একথাই স্পষ্টত প্রতীয়মান, সমাজ দিন দিন উন্নত রূপলাভ করছে, মানুষও বর্বরতাজনিত পরিবার প্রথা থেকে সুখী সমৃদ্ধিশালী পরিবার প্রথায় বিশ্বাসী হয়ে উঠছে। অনেকেই এ মতবাদের উপযোগিতা স্বীকার করলেও এ মতবাদ সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – সামাজিক প্রতিষ্ঠান

টপিক – ০৮ পরিবারের প্রকারভেদ

টপিক ০৮: পরিবারের প্রকারভেদ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

পরিবারের প্রকারভেদ

পরিবারের ধরন নির্ধারণের ক্ষেত্রে একক কোনো বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয় না। সমাজবিজ্ঞানিগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবারকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন-

ক্ষমতার মাত্রার ভিত্তিতে: ক্ষমতার মাত্রার ভিত্তিতে দুই ধরনের পরিবার দেখতে পাওয়া যায়। যথা-

১. পিতৃতান্ত্রিক বা পিতৃপ্রধান পরিবার (Patriarchal Family): এ শ্রেণির পরিবারে পুরুষের মাধ্যমে বংশ পরিচয় নির্ধারণ করা হয়। এ ধরনের পরিবারে পুরুষই পরিবারের কর্তা হয়। পরিবারের সকল দায়িত্ব পুরুষের হাতে ন্যস্ত থাকে। পরিবারের ভরণপোষণ ও নিরাপত্তার জন্য পুরুষই দায়ী থাকে।

২. মাতৃতান্ত্রিক বা মাতৃপ্রধান পরিবার (Matriarchal Family): মাতৃতান্ত্রিক পরিবারে পারিবারিক ব্যবস্থাপনা এবং পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বয়স্ক মহিলা যেমন স্ত্রী বা মাতার ওপর ন্যস্ত থাকে। এক্ষেত্রে পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। এখনও দক্ষিণ ভারত, কোচিন, মালাবার প্রভৃতি স্থানে কতিপয় নির্দিষ্ট উপজাতির মধ্যে এ ধরনের পরিবার প্রথা বিদ্যমান আছে। বাংলাদেশের গারো ও খাসিয়া উপজাতির মধ্যে এ ধরনের পরিবার প্রথা লক্ষণীয়।

পরিবারের প্রকারভেদ

স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যা বা বিবাহ পদ্ধতির ভিত্তিতে: স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যা বা বিবাহ পদ্ধতির ভিত্তিতে পরিবারকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. একপত্নীক পরিবার (Monogamy Family): যেখানে মাত্র একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে দুজনে যৌথভাবে বসবাস করে তাকে একপত্নীক পরিবার বলে।

২. বহুপত্নীক পরিবার (Polygamy Family): যে পরিবারে একজন পুরুষের বহু স্ত্রী থাকে, তাকে বহুপত্নীক পরিবার বলে।

৩. বহুপতি পরিবার (Polyandry Family): বহুপতি পরিবার হলো যেখানে একজন স্ত্রীলোকের একাধিক পতি বা স্বামী থাকে। প্রাচীন তিব্বত ও ভারতের টোডা উপজাতির মধ্যে এ ধরনের পরিবার দেখা যায়। বর্তমানে এর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

৪. গোষ্ঠী পরিবার (Group Family): যে পরিবারে দুই বা ততোধিক পুরুষ একত্রে দুই বা ততোধিক স্ত্রীলোক নিয়ে যৌন কামনা মিটিয়ে থাকে, তাকে গোষ্ঠী পরিবার বলে। এটি সাধারণত দলের সমন্বয়ে হয়ে থাকে।

পরিবারের প্রকারভেদ

স্বামী-স্ত্রীর বাসস্থানের ভিত্তিতে: স্বামী-স্ত্রীর বাসস্থানের ভিত্তিতে পরিবারকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

১. মাতৃবাস পরিবার (Matrilocal Family): এরূপ পরিবারের বৈশিষ্ট্য হলো, পাত্র স্বীয় পৈত্রিক বাসস্থান বা পরিবার ছেড়ে পাত্রীর পরিবারভুক্ত হয়। বাংলাদেশের গারো সমাজে মাতৃবাস পরিবার দেখা যায়। বাংলাদেশের সমাজে যদিও পিতৃবাস রীতি অনুসৃত হয় তথাপি কখনোবা বিশেষ বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষাপটে মাতৃবাস রীতিও পরিলক্ষিত হয়।

২.পিতৃত্বাস পরিবার (Patrilocal Family): এ ধরনের পরিবার বিবাহের পর পাত্রী পিতার বাসস্থান ছেড়ে পাত্রের পরিবারভুক্ত হয়ে যায়। সেখানেই তার অধিকার গণ্য করা হয়।

৩ . নয়াবাস পরিবার (Neolocal Family): এ পরিবারে বিবাহিত নবদম্পতি তাদের কারও পিতৃগৃহে বাস না করে সম্পূর্ণভাবে তাদের নতুন বাড়িতে বসবাস করে। বর্তমান পাশ্চাত্য সমাজে এ ধরনের পরিবার দেখা যায়। এছাড়া আমাদের নগর সমাজেও এ ধরনের রীতি অনুসরণ করতে দেখা যায়। এ ধরনের পরিবারে পিতামাতার বার্ধক্যকালীন নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়ে থাকে।

পরিবারের প্রকারভেদ

বংশমর্যাদা ও উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে: বংশমর্যাদা ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে পরিবারকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

১. পিতৃস্বীকার্য বা পিতৃসূত্রীয় পরিবার (Patrilineal Family): যে পরিবারে সন্তানগণ তাদের পরিবারের পরিচয় পিতার বংশ অনুযায়ী নির্ধারণ করে থাকে তাকে পিতৃস্বীকার্য বা পিতৃসূত্রীয় পরিবার বলা হয়। পিতৃসূত্রীয় ধরনের পরিবারে সন্তান-সন্ততি পিতার ধারায় সম্পত্তি এবং বংশ নাম বা মর্যাদা উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করে।

২. মাতৃস্বীকার্য বা মাতৃসূত্রীয় পরিবার (Matrilineal Family): যে পরিবারে সন্তান-সন্ততি তাদের পরিবারের পরিচয় মা তার বংশ অনুযায়ী নির্ধারণ করে থাকে তাকে মাতৃস্বীকার্য বা মাতৃসূত্রীয় পরিবার বলা হয়। মাতৃসূত্রীয় ধরনের পরিবারে সন্তান-সন্ততি মাতার ধারায় সম্পত্তি এবং বংশ নাম বা মর্যাদা উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জন করে। গারো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের মধ্যে মাতৃসূত্রীয় পরিবারের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।

পরিবারের প্রকারভেদ

পরিবারের আকারের ভিত্তিতে পরিবারের আকারের ভিত্তিতে পরিবারকে মোট তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. অণু বা একক পরিবার (Nuctear/single Family): যখন একজন স্বামী, একজন স্ত্রী এবং তাদের অবিবাহিত সন্তানদের নিয়ে পরিবার গঠন করে তখন তাকে অণু পরিবার বলে। আমেরিকান সমাজে এ পরিবারের প্রচলন বেশি। তবে ইদানীং আমাদের দেশেও ক্রমাগত যৌথ পরিবার ভেঙে অণু বা একক পরিবার সৃষ্টি হচ্ছে।

২. বর্ধিত পরিবার (Extended Family): যখন স্বামী-স্ত্রী তাদের সন্তান-সন্ততি ও নাতি-নাতনিসহ একত্রে বসবাস করে, অর্থাৎ তিন পুরুষের পরিবারকে বর্ধিত পরিবার বলে।

৩. যৌথ পরিবার (Joint Family): বর্ধিত পরিবারের কর্তার সাথে যদি এক বা একাধিক ভাই এবং তাদের সন্তান-সন্ততি ও নিকটাত্মীয় থাকে তাকে যৌথ পরিবার বলে।

পরিবারের প্রকারভেদ

পাত্রপাত্রী নির্বাচন রীতির ভিত্তিতে: পাত্রপাত্রী নির্বাচনের ভিত্তিতে পরিবারকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

১. অন্তর্গোত্র বিবাহভিত্তিক পরিবার (Endogamous Family): কোনো গোত্রের পুরুষ নিজ গোত্রের নারীকে বিবাহ করার মাধ্যমে যে পরিবার গড়ে তোলে তাকে অন্তর্গোত্র বিবাহভিত্তিক পরিবার বলে।

২. বহির্গোত্র বিবাহভিত্তিক পরিবার (Exogamous Family): যখন কোনো লোক সামাজিক বিধি মোতাবেক গোত্রের বাইরে বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠন করে তাকে বহির্গোত্র বিবাহভিত্তিক পরিবার বলে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – সামাজিক প্রতিষ্ঠান

টপিক – ০৯ পরিবারের কার্যাবলী

টপিক ০৯: পরিবারের কার্যাবলী

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

পরিবারের কার্যাবলী

মানবসমাজে পরিবারের কার্যাবলি বহুমাত্রিক। সন্তান প্রজনন থেকে শুরু করে লালন-পালন এবং তার সুষ্ঠু বিকাশে পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পৃথিবীর সকল দেশের পরিবার কাঠামোতেই এ ধরনের ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। সামাজিক পরিবর্তনের সাথে পরিবারের ভূমিকারও পরিবর্তন ঘটছে। তবে পরিবারের কতকগুলো মূল কাজ রয়েছে যা বিশ্বের সব সমাজের পরিবার পালন করে থাকে।

সমাজ স্বীকৃতভাবে জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য মানুষ পরিবার গঠন করে। বিয়ের মাধ্যমে পরিবার নরনারীর জৈবিক চাহিদা পূরণ করে। পরিবার গঠনের মূল উদ্দেশ্য সন্তান প্রজনন বা জন্মদান এবং লালন-পালন করা। এটি পরিবারের জৈবিক কাজের অন্তর্ভুক্ত। সন্তানের সুষ্ঠু লালন-পালন করা সন্তান প্রজননের আনুষঙ্গিক কাজ। সন্তান যতদিন না স্বাবলম্বী হয় ততদিন পরিবারের এ দায়িত্ব থাকে। এক্ষেত্রে পরিবারের আয়ের ওপর সন্তানের সুষ্ঠু লালন-পালন নির্ভর করে।

পরিবারের কার্যাবলী

সন্তানের ভরণ-পোষণের সাথে তার সামাজিকীকরণের প্রাথমিক দায়িত্ব পিতামাতা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যের। এ সময় হতেই শিশু অপরের দৃষ্টিতে নিজেকে দেখতে শিখে। পারিবারিক মূল্যবোধ শিখে, পছন্দ-অপছন্দ বলতে পারে, পরিবারের বাইরের লোকের সাথে পরিচয় হয় এবং খাপ খাওয়ানোর দক্ষতা অর্জন করে। শিশুকাল হতে শিশু সমাজের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, নিয়মকানুন, অভ্যাস প্রভৃতি পরিবার হতে শিক্ষালাভ করে। পারিবারিক সুন্দর পরিবেশেই শিশুর মধ্যে বাঞ্ছিত আচরণ তৈরি হয়। পরিবার শিশুর দৈহিক প্রয়োজনের প্রতিই যে শুধু দৃষ্টি রাখে তা নয় বরং তার মানসিক নিরাপত্তা এবং স্নেহ-ভালোবাসার দাবিও পূরণ করে থাকে। মানসিক নিরাপত্তাবোধ ছাড়া শিশুর মনে হতাশা, হীনম্মন্যতাও আশঙ্কা সৃষ্টি হতে পারে।

পরিবারের কার্যাবলী

পরিবার ছিল এক সময়ের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মূল কেন্দ্রস্থল। তখন পরিবারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তুগুলো গৃহেই উৎপাদন হতো। এজন্য পরিবারকে বলা হতো উৎপাদন ব্যবস্থার প্রধান একক। এক সময়ে গ্রামীণ যৌথ পরিবারের মধ্যেই এসব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হতো। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবারের অর্থনৈতিক কাজগুলো মিল, কারখানা, দোকান, বাজার, ব্যাংক এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পাদিত হচ্ছে। এখন পরিবারের সদস্যরা অর্থ উপার্জনের জন্য ঘরের বাইরে কাজ করে। ফলে যৌথ পরিবার ভেঙে অণু পরিবার গঠিত হচ্ছে। এজন্য পরিবারকে আয়ের একক বলা হয়। তাছাড়া আমাদের দেশে গ্রামীণ কৃষি পরিবার কৃষি অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। শুধু তাই নয়, পরিবারকে কেন্দ্র করে এদেশের কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে, যা আমাদের দেশের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

পরিবারের কার্যাবলী

পরিবার শিশুর অন্যতম উল্লেখযোগ্য শিক্ষাকেন্দ্র। একটি শিশুর সামাজিকীকরণের প্রধান মাধ্যম হলো পরিবার। জন্মের পর শিশু গৃহেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে। মাতাই শিশুর জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষিকা। আচার-ব্যবহার, নিয়মানুবর্তিতা, নৈতিকতা, ধর্মীয় বিধিবিধান, আচার-আচরণ সম্পর্কিত বিষয়গুলো শিশু পরিবার থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে।

স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সব দায়-দায়িত্ব পালনে পরিবারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। একসময়ে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও নিয়ন্ত্রণ পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আধুনিককালে এ দায়িত্ব হাসপাতাল কিংবা ক্লিনিক প্রদান করে থাকে।

মানবশিশুর আগমন ঘটে পরিবারে। তাই শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ পরিবারের অন্যতম কাজ। পরিবার থেকে শিশু সমাজের মূল্যবোধ, প্রথা, আচার-আচরণ ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা অর্জন করে। পরিবার শিশুর আনুষ্ঠানিক এবং নৈতিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষালয়। নৈতিকতার বীজ পারিবারিক মূল্যবোধ থেকেই শিশুর আচরণে বিকশিত হয়। তাই শিশুর বেড়ে ওঠা, লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পরিবারের।

পরিবারের কার্যাবলী

পরিবার মানুষের আবেগ, আনন্দ, ভালোবাসা, কান্না-বেদনাকে গুরুত্ব দেয়। সন্তান জন্মদান যেমন জৈবিক কাজ, তেমনি সন্তান লালন-পালন হচ্ছে পরিবারের মনস্তাত্ত্বিক কাজ। শিশুকে গোসল করানো, খাওয়ানো, পরিচর্যা করা, আদর-যত্ন সর্বোপরি তাকে স্নেহের পরশে লালন-পালনের কাজটি মূলত পরিবারের মনস্তাত্ত্বিক কাজ।

পরিবারের কার্যাবলী

অতীতে পরিবারের সদস্যদের অবসর, বিনোদন ব্যবস্থা পরিবারের মধ্যেই সম্পন্ন হতো। বর্তমানে যদিও বিনোদন ব্যবস্থায় নানা প্রযুক্তি, যান্ত্রিকতা এসেছে তথাপি মানসিক আনন্দের জন্য আজও পরিবারকেই সবচেয়ে বড় বিনোদন কেন্দ্র ধরা হয়ে থাকে। পারিবারিক আড্ডা একটি অকৃত্রিম বিনোদন ব্যবস্থা, যা পারিবারিক সদস্যদের মধ্যে ঐক্য বজায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পারিবারিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রথা প্রায় সকল সমাজব্যবস্থায় রয়েছে। বিষয় সম্পত্তি, জমিজমা থেকে শুরু করে সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয়। আর যেহেতু এ প্রজন্ম সৃষ্টির মূলে থাকে পরিবার, তাই সম্পত্তির সংরক্ষণ ও উত্তরাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং পরিবারের মাধ্যমে শিশু ভবিষ্যৎ পিতা এবং মাতার যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যের গুণাবলি অর্জন করে থাকে। পরিবারের কারণেই আমাদের এ সুন্দর সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – সামাজিক প্রতিষ্ঠান

টপিক – ১০ পরিবারের সামাজিক গুরুত্ব

টপিক ১০: পরিবারের সামাজিক গুরুত্ব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

পরিবারের সামাজিক গুরুত্ব

পরিবার হচ্ছে আদিম ও মৌলিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান। পরিবারকে কেন্দ্র করেই সামাজিক ব্যবস্থা বিকশিত হয়েছে। মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ হয় পরিবারকে ঘিরে। অতএব বলা যায়, সমাজজীবনে পরিবারের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

দাস ও সামন্ত যুগে মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, জৈবিক, মনস্তাত্ত্বিক, শিক্ষামূলক প্রভৃতি কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য পরিবারের বিকল্প ছিল না। সভ্যতার এ স্বর্ণযুগে শিল্প ও পুঁজিবাদী সমাজেও পরিবার ছাড়া মানুষের এমনকি সমাজের চিন্তা করা যায় না। এটি মূলত সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি ও একক। তবে অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আধুনিক পাশ্চাত্য ও শিল্প সমাজ থেকে কৃষিনির্ভর অপাশ্চাত্য বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজে পরিবারের ভূমিকা এবং গুরুত্ব অনেক বেশি। কেননা পরিবারের অনেক কর্মকাণ্ড সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য প্রতিষ্ঠান শেষোক্ত সমাজব্যবস্থায় নেই।

পরিবার সমাজজীবনের প্রতিটি পর্যায়েই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিবার সন্তান-সন্ততির জন্মদান ও লালন-পালনের মাধ্যমে সমাজজীবনে স্থায়িত্ব বজায় রাখে। যা সমাজজীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবারের সামাজিক গুরুত্ব

সমাজের জনগণ পরিবারের মাধ্যমেই জীবনের প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে। ব্যক্তিজীবনে এ শিক্ষাই ব্যক্তিকে পরবর্তী জীবনে পরিচালিত করতে সাহায্য করে। পরিবার হলো সামাজিকীকরণের প্রধান ধাপ। পরিবারই ব্যক্তিকে সামাজিকীকরণ শিক্ষা দেয় এবং ব্যক্তিকে সমাজজীবনে স্নেহ, ভালোবাসা ও পরস্পরের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলে ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাস করতে শেখায়।

পরিবার তার সদস্যদেরকে সুখী করার মাধ্যমে সমাজকে সুখী ও আমোদপ্রদ করে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিবার ব্যক্তিকে সমাজে বৈধ পরিচয় প্রদানে সহায়তা করে। যা ব্যক্তির জীবনে সবচেয়ে বড় পরিচয়। ব্যক্তি তার এ পরিচয় বলে সমাজ ও রাষ্ট্রে বৈধ নাগরিকের মর্যাদা পায়। এছাড়া পরিবারের মাধ্যমে ব্যক্তি সামাজিক বিভিন্ন রীতিনীতির সম্পর্কে ধারণা লাভ করে এবং সমাজজীবনে সেই অনুযায়ী চলাচল করতে উৎসাহী হয়। পরিবারের মাধ্যমেই ব্যক্তির ব্যক্তিগত আদর্শ গড়ে ওঠে এবং ব্যক্তি তার আদর্শ দ্বারা সমাজজীবনে সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং সেই অনুযায়ীই পরিচালিত।

সমাজে কোনো ব্যক্তিই পরিবারের সদস্য ছাড়া সঠিকভাবে জীবনযাপন পরিচালনা করতে পারে না। তাই ব্যক্তির সমাজজীবনের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় জীবনেও পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – সামাজিক প্রতিষ্ঠান

টপিক – ১১ গ্রামীণ ও শহুরে পরিবারের ধরণ ও পরিবর্তনশীল ভূমিকা

টপিক ১১: গ্রামীণ ও শহুরে পরিবারের ধরণ ও পরিবর্তনশীল ভূমিকা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

গ্রামীণ ও শহুরে পরিবারের ধরণ ও পরিবর্তনশীল ভূমিকা

গ্রামীণ ও শহুরে পরিবারের ধরন ও ভূমিকায় পার্থক্য রয়েছে। একসময় ছিল যখন আমাদের গ্রামীণ সমাজে যৌথ পরিবারের সংখ্যাই ছিল বেশি। কিন্তু বর্তমানে শিল্পায়ন, নগরায়ণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দরিদ্রতা, ভোগবাদী মানসিকতাসহ নানা কারণে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে যাচ্ছে। তবে যৌথ পরিবার ভাঙনের মূল কারণ হলো অর্থনৈতিক। সাম্প্রতিক সময়ের সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচির বিভিন্ন সুবিধা গ্রহণও পরিবারের এ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে গ্রাম ও শহরে একক পরিবারের সংখ্যাই বেশি। গ্রামে বর্ধিত পরিবার দেখা গেলেও শহরে এ ধরনের পরিবার নেই বললেই চলে। পিতৃপ্রধান ও পিতৃবাস পরিবার ব্যবস্থা উভয় স্থানেই অধিক দেখা যায়। তবে নয়াবাস পরিবার শহরে সর্বাধিক।

একসময়ে এদেশের গ্রামীণ মুসলিম সমাজে বহুপত্নী পরিবারের সংখ্যা ছিল অধিক। এখন এ ধরনের পরিবারের সংখ্যা কমে গিয়েছে। গ্রাম ও শহর উভয় স্থানেই এখন একপত্নী পরিবারের সংখ্যাই বেশি।

গ্রামীণ ও শহুরে পরিবারের ধরণ ও পরিবর্তনশীল ভূমিকা

আমাদের দেশের গ্রামীণ ও শহুরে সমাজে পরিবারের ধরনের পরিবর্তনের সাথে সাথে এর ভূমিকারও পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন- আমাদের দেশের শহরাঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠায় গ্রামের সাধারণ নারী-পুরুষ কৃষি পেশা ছেড়ে শিল্প শ্রমিকে পরিণত হয়েছে। পরিবারের কর্মক্ষম ব্যক্তি শহরে চলে যাওয়ায় পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা আর্থিক নিরাপত্তাহীনতাসহ নানা সমস্যায় পতিত হচ্ছে। গ্রামপ্রধান আমাদের এদেশে একসময়ে যৌথ কিংবা বর্ধিত পরিবারেই শিশু বড় হতো। তখন অল্প বয়স থেকেই পারিবারিক পেশার সাথে এসব শিশু জড়িত হতো। পরিবার এক্ষেত্রে শিশুর পেশা বেছে নেওয়ায় ভূমিকা পালন করত। পরিবারের এ ভূমিকার পরিবর্তন হয়েছে। গ্রাম ও শহর উভয়েই শিশুর সুন্দর জীবন গঠন ও তাদের অধিকার বিষয়ে পিতামাতা অনেক সচেতন। শিশুশ্রম নিষিদ্ধ একথা অনেক অভিভাবকই জানে। তবে এদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির সাথে শিশুশ্রমিক বৃদ্ধির গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

গ্রামীণ ও শহুরে পরিবারের ধরণ ও পরিবর্তনশীল ভূমিকা

পরিবার শিশুর আনুষ্ঠানিক এবং নৈতিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষালয়। শিশুর নৈতিক শিক্ষার জন্য পিতামাতাকেই অধিক সচেতন হতে হয়। নৈতিকতার বীজ পারিবারিক মূল্যবোধ থেকেই শিশুর আচরণে বিকশিত হয়। আবার পিতামাতার মাধ্যমেই শিশু শিক্ষাজগতে প্রবেশ করে থাকে। কিন্তু শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবারের এ ভূমিকা বর্তমানে কিন্ডারগার্টেন কিংবা নার্সারি স্কুলগুলো গ্রহণ করছে। শহরে এ সুযোগ তুলনামূলকভাবে বেশি। পরিবারের ভূমিকার এ পরিবর্তন শিশুর আচরণে প্রয়োজনীয় নৈতিক গুণের প্রতিফলন লক্ষ করা যাচ্ছে না।

সন্তান উৎপাদন এবং প্রজননের ক্ষেত্রে গ্রামের চেয়ে শহরের পিতামাতা অধিক সচেতন। শহরের পিতামাতা দুয়ের অধিক সন্তান নিতে চান না। সন্তান প্রসবে অদক্ষ দাইয়ের পরিবর্তে হাসপাতাল কিংবা ক্লিনিকে প্রেরণের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। পরিবারের ভূমিকার এ চিত্র গ্রাম ও শহরভেদে প্রায় একই। চিকিৎসাক্ষেত্রে একসময় গ্রামের পরিবারগুলো কবিরাজ কিংবা হোমিও চিকিৎসকের ওপর নির্ভরশীল ছিল। এখন এসব পরিবার সরকারি হাসপাতাল কিংবা ক্লিনিকের চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করছে। চিকিৎসাসেবার ক্ষেত্রে শহরের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে আমরা প্রায় সকলেই জানি।

গ্রামীণ ও শহুরে পরিবারের ধরণ ও পরিবর্তনশীল ভূমিকা

পরিবারই ছিল একসময়ে ধর্ম শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র। ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সম্পর্কে পিতামাতা, দাদা-দাদি ও অন্যান্য সদস্য বিভিন্নভাবে শিশুকে অবহিত করতেন। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে শিশুর ধর্ম শিক্ষা পরিবারের পরিবর্তে ধর্ম শিক্ষক কিংবা ধর্মবিষয়ক ক্যাসেট ভূমিকা পালন করছে। এতে শিশুর জীবনে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার সুষ্ঠু বিকাশ ঘটছে না, যা নানা সমস্যার জন্ম দিচ্ছে।

একসময়ে আমাদের দেশে আয়োজিত বিয়ে প্রথার প্রচলন ছিল। বিয়ের ক্ষেত্রে অভিভাবকের মতের প্রাধান্য দেওয়া হতো। বর্তমানে এ প্রথার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। বিয়ের অনুষ্ঠান কার্যক্রমেও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বিয়ের ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকার এ পরিবর্তন গ্রাম ও শহরভেদে পার্থক্য বিদ্যমান। বাল্যবিবাহ ও যৌতুক গ্রহণকে ঘৃণ্য প্রথা হিসেবে জানা সত্ত্বেও গ্রাম ও শহরে এ প্রথার প্রচলন এখনও লক্ষ করা যায়। তবে গ্রাম ও শহরের সচেতন পরিবারগুলো এখন এ প্রথাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করতে শিখেছে এবং এ সংক্রান্ত আইন সম্পর্কেও সচেতন হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে গ্রামীণ ও শহর উভয় স্থানেই পরিবার কাঠামোতে নারী অধিকারের প্রতি পুরুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। নারীও আজ নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠায় এখন অনেক সচেতন। বর্তমানে গ্রাম ও শহরে নয়াবাস পরিবার বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবারের মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে এসব পরিবারের বৃদ্ধ পিতামাতা নিরাপত্তাহীনতায়ও ভুগছে।

গ্রামীণ ও শহুরে পরিবারের ধরণ ও পরিবর্তনশীল ভূমিকা

একসময় আমাদের দেশে গ্রাম কিংবা শহরে জন্মগ্রহণকারী বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের যেমন- বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, শ্রবণ প্রতিবন্ধী, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, শারীরিক ও বহুমুখী প্রতিবন্ধী, অটিস্টিক শিশুদের পরিবারের বোঝা ভাবা হতো। কিন্তু পরিবারের এ মনোভাবের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। এখন এসব শিশুদের জন্য গড়ে ওঠা বিদ্যালয় ও বিনোদন কেন্দ্রে তারা পড়ালেখা করছে, গান, নাচ ও খেলাধুলা করছে। আবার কোনো কোনো শিশু কারিগরিবিদ্যাসহ হাতের কাজে পারদর্শিতা অর্জন করছে। যার কারণে আমাদের দেশের অটিস্টিক শিশুরা আজ শিশু অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতার প্রমাণ রাখতে সক্ষম হয়েছে। আজ এসব শিশুর অধিকার বিষয়ে পরিবারের সদস্যগণ অধিক সচেতন। আমরাও বিশেষ চাহিদার ধরন ও মাত্রার ওপর নির্ভর করে বিদ্যালয়, পারিবারিক এবং সামাজিক পরিবেশ পরিবর্তন ও উপযোগী করে তুলব। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু যাতে যথাসম্ভব স্বাধীন ও নিরাপদভাবে নিজের কাজ নিজে করার সুযোগ পায় এমন পরিবেশের ব্যবস্থা করব।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – সামাজিক প্রতিষ্ঠান

টপিক – ১২ জ্ঞাতিসম্পর্কের ধারণা

টপিক ১২: জ্ঞাতিসম্পর্কের ধারণা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

জ্ঞাতিসম্পর্কের ধারণা

সমাজে বসবাস করার ক্ষেত্রে ব্যক্তির জীবনে কিছু মানুষ আত্মীয়পরিজন হিসেবে পরিচিত, কেউ প্রতিবেশী, কেউ বন্ধু আবার কেউ অপরিচিত। যাদের সাথে ব্যক্তির রক্তের সম্পর্ক রয়েছে তাদের সাথে ব্যক্তি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। আর এভাবে যখন একজন মানুষ অন্য একজনের সাথে রক্ত কিংবা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়ে গোষ্ঠী জীবনযাপন করে তখনই জ্ঞাতিসম্পর্ক গড়ে ওঠে। সাধারণ অর্থে জ্ঞাতিসম্পর্ক হলো রক্ত বিবাহ, কল্পনা ও দত্তক গ্রহণ ইত্যাদি বন্ধন সূত্রে আবদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যকার আত্মীয়তার সম্পর্ক।

ইংরেজি Kin শব্দের অর্থ জ্ঞাতি বা আত্মীয়স্বজন এবং Kinship অর্থ জ্ঞাতিসম্পর্ক বা আত্মীয়তার সম্পর্ক। আমরা সবাই কিছু লোকের সঙ্গে রক্ত বা বৈবাহিকসূত্রে জ্ঞাতিবন্ধনে আবদ্ধ। যারা আমাদের সঙ্গে জন্ম, রক্ত বা বংশসূত্রে আবদ্ধ তাদের বলা হয় রক্তসম্পর্কীয় জ্ঞাতি। পক্ষান্তরে, যারা বৈবাহিকসূত্রে সম্পর্কযুক্ত তাদেরকে বলা হয় বৈবাহিক জ্ঞাতি।

রবার্টসন (Robertson) তার 'Sociology' গ্রন্থে Kinship-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "Kinship is a network of people related by common ancestory, adoption or marriage." (জ্ঞাতিসম্পর্ক হচ্ছে ওই সকল ব্যক্তির মধ্যকার এক সম্পর্কের জালবিশেষ যারা সাধারণত পূর্বপুরুষের উত্তরসূরি হিসেবে, দত্তক গ্রহণের মাধ্যমে অথবা বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ)।

জ্ঞাতিসম্পর্কের ধারণা

রবিন ফক্স (Robin Fox) তার 'Kinship & Marriage' গ্রন্থে Kinship-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "Kinship is simply the relations between 'Kin' i. e. persons related by real, putative or fictive consanguinity." (জ্ঞাতিসম্পর্ক বলতে কেবল আত্মীয়স্বজন বা জ্ঞাতিজনের মধ্যকার সম্পর্ককে বোঝায়।)

রেডক্লিফ ব্রাউন (Redcliff Brown)-এর মতে, "যখন আমরা জ্ঞাতি বা আত্মীয়ের কথা বলি তখন এমন একটা ধারণা জাগে যে, সে জ্ঞাতির সাথে আমরা কোনো এক বিশেষ বন্ধনে আবদ্ধ।"

নৃবিজ্ঞানী রিভার্স (Rivers)-এর মতে, "জ্ঞাতিসম্পর্ক হচ্ছে জৈবিক বন্ধনের সামাজিক স্বীকৃতি।"

সমাজবিজ্ঞানী ম্যালিনোস্কি (Malinowski) বলেন, "প্রথমত, জ্ঞাতিসম্পর্ক হচ্ছে সেসব ব্যক্তিগত সম্পর্কের বন্ধন যা সন্তান উৎপাদনের সামাজিক মূল্যায়নের ওপর প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক সমষ্টিতেই জীবদ্দশার প্রতিটি পর্যায়ে তার সম্পর্কের পরিধির যে বিস্তৃতি ঘটে এবং যে সম্পর্ক তার প্রাথমিক সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত তাও তার এ বিস্তৃতি অর্থে জ্ঞাতিসম্পর্ক।"

অতএব বলা যায়, জ্ঞাতিসম্পর্ক হচ্ছে আত্মীয়তার সম্পর্ক। আবার কখনো রক্ত সম্পর্ক, জন্মগত সম্পর্ক ও বংশগত সম্পর্ক। তবে যেকোনো জ্ঞাতিসম্পর্কের মূলভিত্তি হিসেবে বিবাহ ও পরিবারকেই বিবেচনা করা হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – সামাজিক প্রতিষ্ঠান

টপিক – ১৩ জ্ঞাতিসম্পর্কের প্রকারভেদ

টপিক ১৩: জ্ঞাতিসম্পর্কের প্রকারভেদ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

জ্ঞাতিসম্পর্কের প্রকারভেদ

জ্ঞাতিসম্পর্ক সমাজ সংগঠনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে চার ধরনের জ্ঞাতিসম্পর্ক লক্ষ করা যায়। নিচে ছকচিত্রের সাহায্যে জ্ঞাতিসম্পর্কের প্রকারভেদ দেখানো হলো-

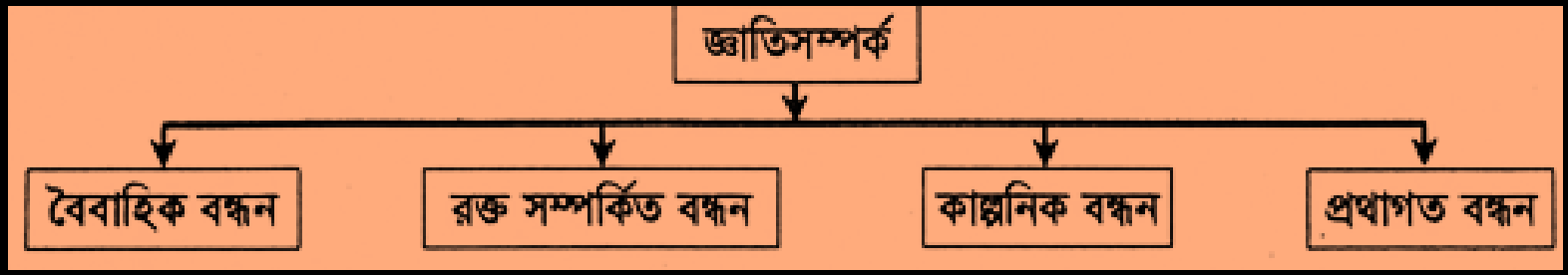

জ্ঞাতিসম্পর্কের প্রকারভেদ

বৈবাহিক বন্ধন: বিবাহের বন্ধনের মাধ্যমে যে সম্পর্কের সৃষ্টি হয় তাকে বৈবাহিক বন্ধনের জ্ঞাতিসম্পর্ক বলা হয়। এ ধরনের জ্ঞাতিসম্পর্কের মাধ্যমে সম্পর্ক শুধুমাত্র একজন নারী ও পুরুষের মধ্যেই আবদ্ধ নয় বরং উভয় পরিবারের সকল সদস্যের সাথে পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। স্ত্রীর রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়রা স্বামীর বৈবাহিক সম্পর্কের আত্মীয়। তেমনি স্বামীর রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়রা স্ত্রীর বৈবাহিক সম্পর্কের জ্ঞাতি। যেমন- শ্বশুর-শাশুড়ী, শ্যালক-শ্যালিকা, দেবর-ননদ ইত্যাদি।

জ্ঞাতিসম্পর্কের প্রকারভেদ

জৈবিক বা রক্তসম্পর্কিত বন্ধন: রক্তের সম্পর্কের মাধ্যমে যে জ্ঞাতিসম্পর্ক সৃষ্টি হয় তাকে রক্তসম্পর্কিত জৈবিক জ্ঞাতিসম্পর্ক বলে। যেমন- পিতামাতা ও তাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যকার সম্পর্ক হলো রক্তসম্পর্কিত জ্ঞাতিসম্পর্ক। এভাবে ছেলে, ভাই-বোন, চাচা-চাচী, মামা-মামী, ফুফা-ফুফু প্রভৃতি রক্তসম্পর্কিত জ্ঞাতিসম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত।

জ্ঞাতিসম্পর্কের প্রকারভেদ

কাল্পনিক বন্ধন: বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ কিংবা রক্তসম্পর্কিত বন্ধন নয় বরং কোনো ব্যক্তি অন্যকোনো ব্যক্তির সাথে যখন স্বাভাবিকভাবেই সম্পর্ক গড়ে তোলে তখন সেটিই কাল্পনিক বন্ধন। এ ধরনের বন্ধনের ক্ষেত্রে সাধারণত পূর্ব পরিচিতি লক্ষ করা যায় না। যেমন- চাচা, কাকা ইত্যাদি কাল্পনিক উদাহরণ।

জ্ঞাতিসম্পর্কের প্রকারভেদ

কৃত্রিম বা প্রথাগত বন্ধন : এ ধরনের বন্ধনকে পাতানো আত্মীয়তার সম্পর্কও বলা যেতে পারে। উপরিউক্ত তিন ধরনের সম্পর্ক ব্যতীত পাড়া-প্রতিবেশী, চেনা-পরিচিত, নিজ ধর্ম বা আদর্শের ব্যক্তিদের সাথে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেটিই প্রথাগত বন্ধন। বাংলাদেশে প্রথাগত বন্ধন লক্ষ করা যায়। যেমন- দোস্ত, মিতা, সখী, ধর্মভাই, বোন ইত্যাদি প্রথাগত উদাহরণ।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – সামাজিক প্রতিষ্ঠান

টপিক – ১৪ সমাজজীবনে জ্ঞাতিসম্পর্কের গুরুত্ব

টপিক ১৪: সমাজজীবনে জ্ঞাতিসম্পর্কের গুরুত্ব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সমাজজীবনে জ্ঞাতিসম্পর্কের গুরুত্ব

পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে জ্ঞাতিসম্পর্কের গুরুত্ব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী। জ্ঞাতিসম্পর্কের মাধ্যমে মানুষ সংগঠিত হয়, তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় সম্পর্কের জটিল জাল। মানুষের সমাজজীবনে সামাজিক দল গঠনে, আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণে জ্ঞাতিসম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পরিবার এবং সমাজের কাঠামো তথা গড়নের ক্ষেত্রে জ্ঞাতিসম্পর্কের বন্ধন কোনোভাবেই উপেক্ষা করা যায় না। ঐতিহ্যবাহী সমাজগুলো মূলত জ্ঞাতিভিত্তিক। জ্ঞাতিবন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তিরা পরস্পর দায়িত্ব ও কর্তব্যের জালে আবদ্ধ। একের বিপদে-আপদে অন্যেরা সাহায্য ও সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করে। আধুনিক যুগে জাতীয় রাষ্ট্রভিত্তিক সমাজেও জ্ঞাতিসম্পর্কের গুরুত্বকে উপেক্ষা করা যায় না। অবশ্য জ্ঞাতিসম্পর্কের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে কখনোবা জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে পারে। এ প্রসঙ্গে নৃবিজ্ঞানী রবিন ফক্স বলেন, "উন্নয়নশীল দেশের আমলাতন্ত্র জ্ঞাতিসম্পর্কের কাছে নতি স্বীকার করে।" আর তাই সেখানে কোনো কর্মকর্তা তার অধীনস্তকে নিয়োগদানের সময় তার যোগ্যতা বিচার না করে দেখেন যে, চাকরিপ্রার্থী তার কতটা কাছের জ্ঞাতি।

সমাজজীবনে জ্ঞাতিসম্পর্কের গুরুত্ব

রবিন ফক্স বলেন, "সমাজে জ্ঞাতিসম্পর্ক অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং অবস্থা এই যে, জ্ঞাতিগোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্য, কর্তব্য বা ভালোবাসা সবকিছুরই উপরে সে সমাজে জ্ঞাতিসম্পর্ক অবশ্যই আমলাতন্ত্রের শত্রু।" কেননা আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোনো কর্মকর্তাকে নিরপেক্ষভাবে সরকারি নীতি অনুযায়ী কাজকর্ম করতে হয়। সেখানে জ্ঞাতি বলেই নীতিবহির্ভূত পন্থায় কাউকে বিশেষ সুযোগ দেওয়া যায় না। অথচ যে সমাজে মানুষ জ্ঞাতির প্রতি অতিশয় দুর্বল তারা নিরপেক্ষতা বজায় রেখে আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক কাজকর্ম করতে পারে না। তাই অত্যধিক জ্ঞাতিবোধ আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিকূলে। কোনো সমাজ অবশ্য আপেক্ষিক অর্থে জ্ঞাতিত্ব বোধহীন হতে পারে। কিন্তু জ্ঞাতিমানসিকতা দীর্ঘস্থায়ী হতে বাধ্য। দীর্ঘদিন ভুলে যাওয়া এমন কোনো নিকটাত্মীয় ব্যক্তিকে যদি কেউ হঠাৎ তার সংকট অবস্থায় সাক্ষাৎ পায় তবে অবশ্যই সে জ্ঞাতি বলে তার জন্য অবশ্যই কিছু করবে।

প্রাচীন কি আধুনিক- প্রায় সব সমাজেই জ্ঞাতিসম্পর্ক হচ্ছে সমাজকাঠামোর চাবিকাঠি। জ্ঞাতিসম্পর্কই হচ্ছে মূলভিত্তি যার ওপর নির্ভর করছে পারস্পরিক সম্পর্ক বা মিথস্ক্রিয়া, মানুষের সঙ্গে মানুষের দেনাপাওনা, দায়িত্ব ও কর্তব্য বা দায়দাবির সম্পর্ক।

সমাজজীবনে জ্ঞাতিসম্পর্কের গুরুত্ব

জ্ঞাতিসম্পর্ক বিষয়ে অর্জিত জ্ঞান সমাজের কাঠামো অনুধাবনে সাহায্য করে। সমাজ কাঠামো বলতে অনেক সময় সমাজস্থ ব্যক্তির আন্তঃব্যক্তি সম্পর্ককে বোঝায়। ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কই সমাজকাঠামোর মূল এবং এ সম্পর্কের ভিত্তি হলো জ্ঞাতিসম্পর্ক। কেননা আমরা সবাই রক্তসম্পর্কের সূত্রে, নতুবা বৈবাহিকসূত্রে নতুবা দত্তক হিসেবে বা কাল্পনিক জ্ঞাতি হিসেবে একে অপরের নৈকট্য অনুভব করি। বিশেষ করে, কোনো সমাজের পরিবার নামক ক্ষুদ্র সামাজিক সংগঠনকে জ্ঞাতিসম্পর্ক বিশ্লেষণ ছাড়া জানা সম্ভব নয়।

আদিম সমাজের কাঠামো বিশ্লেষণে জ্ঞাতিসম্পর্ক একটি পদ্ধতি হিসেবে কাজ করে। মর্গানের কাছে জ্ঞাতিসম্পর্ক বিশ্লেষণ ছিল আমেরিকান ইন্ডিয়ান সমাজের কাঠামো বিশ্লেষণ পদ্ধতি। তিনি জ্ঞাতিসম্পর্কের পদ বিশ্লেষণে সেখানকার পরিবার কাঠামো এবং সম্পত্তির মালিকানার স্বরূপ বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমাদের হিন্দু বা মুসলিম সমাজে যদি একজন যুবক কাউকে বাবা বলে সম্বোধন করে তবে আমরা বুঝে নিতে পারি, যুবকটি ওই ভদ্রলোকের সন্তান এবং সে ভদ্রলোকটির সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

নেতৃত্বের ক্ষেত্রে জ্ঞাতিসম্পর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; তা সে আদিমকালের সমাজেই হোক বা আধুনিক সমাজেই হোক। নির্বাচনের সময় জ্ঞাতিসম্পর্কের বন্ধন ভোট পেতে সহায়ক বলে বিবেচিত।

সমাজজীবনে জ্ঞাতিসম্পর্কের গুরুত্ব

আধুনিক জাতীয়তাবোধ বস্তুত তথাকথিত আদিম সমাজের জ্ঞাতিসম্পর্কবোধেরই সম্প্রসারিত রূপ। জ্ঞাতিবন্ধনে দৃঢ় আদিম জনগোষ্ঠী; যেমন- গোষ্ঠী চেতনায় উদ্বুদ্ধ এবং নিজস্ব জ্ঞাতিগোষ্ঠীর মর্যাদা স্বার্থরক্ষায় ছিল তৎপর, ঠিক তেমনি আজকের যুগে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জনগোষ্ঠী বা জাতি (Nation) নিজেদের স্বার্থ ও অধিকার অর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ জাতীয়তাবোধের ফলশ্রুতিই হলো আধুনিককালের স্বাধীনতাপ্রাপ্ত জাতীয় রাষ্ট্রগুলো।

জ্ঞাতিসম্পর্ক কোনো না কোনোভাবে বিভিন্ন সমাজের চাহিদা মিটিয়ে চলে। গতিশীল শিল্পায়িত সমাজে মানুষ আত্মীয়স্বজনের ওপর নির্ভরের চেয়ে স্বীয় কর্মপ্রচেষ্টা, সভাসমিতি, বিমা, হাসপাতাল, সরকারি নিরাপত্তা সংস্থা, আইন, বিচার ও অন্যান্য সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। নগর জীবনে দেশের নানা অঞ্চলের মানুষ এসে একত্রিত হয়। সহকর্মীদের সঙ্গেও এক ধরনের বন্ধুত্বমূলক জ্ঞাতিসম্পর্ক গড়ে ওঠে। শহরে পাড়া বা মহল্লার মধ্যে কৃত্রিম জ্ঞাতি সৃষ্টি করে নেওয়ার রেওয়াজ দেখা যায়।

সমাজজীবনে জ্ঞাতিসম্পর্কের গুরুত্ব

আধুনিক শিল্পায়িত সমাজে একান্ত নিজস্ব পরিবার ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে জ্ঞাতিসম্পর্কের বন্ধন কম দৃঢ় নয়। অতএব বলা যায়, জ্ঞাতিসম্পর্ক সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সামাজিক সংগঠনের মূলে রয়েছে জ্ঞাতিসম্পর্ক। সামাজিক উন্নতি ও অগ্রগতিতে জ্ঞাতিসম্পর্কের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী। তবে উন্নয়নশীল দেশের আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জ্ঞাতিসম্পর্ক কিছুটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – সামাজিক প্রতিষ্ঠান

টপিক – ১৫ জ্ঞাতিসম্পর্কিত লুইস হেনরি মর্গান-এর মতবাদ

টপিক ১৫: জ্ঞাতিসম্পর্কিত লুইস হেনরি মর্গান-এর মতবাদ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

জ্ঞাতিসম্পর্কিত লুইস হেনরি মর্গান-এর মতবাদ

লুইস হেনরি মর্গান (১৮১৮-১৮৮১) তার 'Ancient Society' গ্রন্থে জ্ঞাতিসম্পর্কিত মতবাদ বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলি বিশ্লেষণ করে ইরোকুয়া-সেনেকা ট্রাইবের সম্পত্তি, পরিবার প্রথা, মালিকানা তথা গোটা সমাজকাঠামো বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। মর্গানের কাছে জ্ঞাতিসম্পর্ক ছিল একটি পদ্ধতি বিশেষ যা দিয়ে তিনি 'আদিম' সমাজের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। কারণ সম্বোধন রীতি পারস্পরিক জ্ঞাতি তথা সামাজিক সম্পর্ক নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 'মর্গানের মতে, জ্ঞাতিসম্পর্কের বন্ধন হলো সামাজিক সংহতির ভিত্তি। পারিবারিক সীমিত গণ্ডির জ্ঞাতিসম্পর্কের বৃহত্তম রূপই হলো জাতীয়তাবোধ, যা একটি রাষ্ট্রের জীবনীশক্তি হিসেবে কাজ করে। মর্গান জ্ঞাতিসম্পর্কের রীতিকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। যথা- ১. শ্রেণিবাচক জ্ঞাতি প্রথা ও ২. বর্ণনামূলক জ্ঞাতি প্রথা। এ দুই প্রকার রীতি সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো-

জ্ঞাতিসম্পর্কিত লুইস হেনরি মর্গান-এর মতবাদ

১. শ্রেণিবাচক জ্ঞাতি প্রথা

শ্রেণিবাচক একটি পদ বা শব্দ একই ধারায় দণ্ডায়মান- এমন একটি শ্রেণি বা দলকে আওতাভুক্ত করে। ইংরেজি Uncle, Aunt, Cousin প্রভৃতি সম্বোধন পদগুলো শ্রেণিবাচক জ্ঞাতি নির্দেশক।

শ্রেণিবাচক জ্ঞাতি প্রথা প্রাক-একক বিবাহ পরিবার পর্যায়ের বেলায় প্রযোজ্য। তখন দলগত বিবাহভিত্তিক বৃহৎ পরিবার ছিল। এ অবস্থায় একজন ব্যক্তির সঙ্গে অন্যজনের জ্ঞাতি পরিচয় নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট রক্তসম্পর্ক বিচারে নির্ধারণ করা যায় না। তাই আত্মীয়তাকে কয়েকটি শ্রেণিধারায় ফেলে এক শ্রেণির সকলকে বোঝাতে একটি পদ বা শব্দ ব্যবহার করা হয়। এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মর্গান বলেন, "আমার নিজের ভাই এবং আমার পিতার ভাইয়ের পুত্ররা সবাই আমার ভাই; আমার নিজের বোন এবং আমার মায়ের বোনের কন্যারা সবাই আমার বোন।" এ প্রথাকে তিনি মালয় ও তুরানীর বলে উল্লেখ করেছেন।

জ্ঞাতিসম্পর্কিত লুইস হেনরি মর্গান-এর মতবাদ

২. বর্ণনামূলক জ্ঞাতি প্রথা

বর্ণনামূলক জ্ঞাতি প্রথার রক্তসম্পর্ক স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা বা বর্ণনা করা সম্ভব। কারণ এ সময় যুগল বিবাহ পরিবারের আবির্ভাব ঘটে। এক্ষেত্রে এক বা একাধিক শব্দ ব্যবহার করে প্রত্যেক আত্মীয় ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে সম্বোধন করা সম্ভব। এ অবস্থায় স্বামী, পিতা, সন্তান, স্ত্রী ইত্যাদিকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়। এ প্রথাকে মর্গান আর্য, সেমেটিক ও উরালিয়ান পরিবারভুক্ত করেন। বর্ণনামূলক পদ একজন নির্দিষ্ট আত্মীয় ব্যক্তিকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

বর্ণনামূলক জ্ঞাতি প্রথার উন্মেষ ঘটে যুগল বিবাহ পরিবার আবির্ভাবের সাথে সাথে। কারণ সে কার সন্তান, একজনের সঙ্গে অন্যজনের রক্তসম্পর্ক কী তা যুগল বিবাহ পরিবারে মোটামুটিভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব। প্রাক-যুগল বিবাহ পর্যায়ে (দলগত বিবাহকাল) রক্তসম্পর্ককে নির্দিষ্ট করে চিহ্নিত করার উপায় নেই। আর সেই কারণেই আত্মীয়দের কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করে একটি পদ দ্বারা শ্রেণিভুক্ত সবাইকে বোঝানো হয়। এ দুই প্রথার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে মর্গান বলেন, "এ দুই প্রথার পার্থক্যের ভিত্তি হলো এই যে, একটিতে বহুবিবাহ বর্তমান আর অন্যটিতে যুগল বা একক বিবাহের উপস্থিতি।”

জ্ঞাতিসম্পর্কিত লুইস হেনরি মর্গান-এর মতবাদ

মর্গানের তত্ত্বে লক্ষণীয়, মানবসমাজে যৌথ বিবাহ, শ্রেণিবাচক জ্ঞাতিসম্পর্ক ও সম্পত্তির যৌথ মালিকানা একই সঙ্গে বর্তমান। অপরপক্ষে, যুগল বিবাহ পরিবার, বর্ণনামূলক জ্ঞাতিসম্পর্ক ও ব্যক্তিগত মালিকানা পরবর্তী সময়ে একই সঙ্গে আবির্ভূত হয়। এটিই মর্গানের পরিবার, সম্পত্তি ও জ্ঞাতিসম্পর্কে তত্ত্বসমূহের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য।

জ্ঞাতিসম্পর্কিত লুইস হেনরি মর্গান-এর মতবাদ

জ্ঞাতিসম্পর্কিত ওয়েস্টারমার্ক-এর মতবাদ

ওয়েস্টারমার্ক তার 'The History of Human Marriage' গ্রন্থে জ্ঞাতিসম্পর্কিত মতবাদটি আলোচনা করেছেন। তার মতে, মানুষ প্রথম থেকেই অণু পরিবারের মধ্যে বসবাস করে আসছে। স্তন্যপায়ী জীবেরা মানুষের নিকটতম আত্মীয়। ওয়েস্টারমার্ক বলেন, কিছু কিছু পশু মানুষের পোষ্য হয়ে তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়েছে। এরূপ গৃহপালিত পশুর মধ্যে অবাধ যৌন সম্পর্ক দেখা যায়। কিন্তু এসব পশু যখন বন্য ছিল অথবা তাদের জ্ঞাতিরা যারা এখনও বনেজঙ্গলে প্রাকৃতিক পরিবেশে জীবনযাপন করে, তাদের ভেতর অবাধ যৌনমিলন সচরাচর দেখা যায় না। বরং সেসব পশু অণু পরিবারে বাস করে। ওয়েস্টারমার্ক বলেন, বাসা বাঁধা, ডিমে তা দেওয়া, বাচ্চা হওয়ার পর আহার সংগ্রহ ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে পুরুষ পাখি ও মেয়ে পাখি একযোগে অণু পরিবারে থেকে বংশবৃদ্ধি করে চলে। অবশ্য পাখির বাচ্চা বড় হয়ে গেলে পুরুষ পাখি ও মেয়ে পাখি হয়তো নতুন সংসার ও নতুন বাসা গড়ার ব্যবস্থা করে। সেজন্য ওয়েস্টারমার্কের মতে, অবাধ যৌন আচরণ জীবধর্ম বিরোধী; কারণ পশুপাখির মধ্যেও অণু পরিবার দেখা যায়। অতএব, মানুষের মধ্যেও আদিতে অবাধ যৌন আচার ছিল এরূপ ধারণা করা অমূলক।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – সামাজিক প্রতিষ্ঠান

টপিক – ১৬ অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

টপিক ১৬: অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

> সামাজিক প্রতিষ্ঠান: যে প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন ব্যক্তিকে সমাজের কার্যকরী ও বাঞ্ছিত সদস্য হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করে তাকে সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলে। বর্তমানে আমাদের সমাজে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান দেখা যায়। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- খেলাধুলা সংক্রান্ত সংস্থা, সাহিত্য বিষয়ক সংস্থা, বিজ্ঞান বিষয়ক সংস্থা, শরীরচর্চা সংস্থা। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হলো সমাজ অনুমোদিত কর্মপদ্ধতি। যার মাধ্যমে মানুষ তাদের বহুমুখী প্রয়োজন পূরণের জন্য নানাবিধ কার্যক্রম সংগঠন, পরিচালনা ও সম্পাদন করে।

> বিবাহ: বিবাহ হলো একটি সামাজিক বন্ধন বা বৈধ চুক্তি যার মাধ্যমে দুজন মানুষের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বিবাহ হলো একটি বৈশ্বিক সার্বজনীন সংস্কৃতি। বিবাহ হচ্ছে এমন একটি সামাজিক কার্যপ্রণালী বা চুক্তির সম্পর্ক যার মাধ্যমে নতুন একটি পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিবাহ হলো পরিবার গঠনের পূর্ব শর্ত। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ও একজন প্রাপ্ত বয়স্ক নারীর মধ্যে সামাজিকভাবে অনুমোদিত এবং কখনো কখনো আইনগত স্বীকৃতি অনুযায়ী মিলন ঘটলে তাকে বিবাহ বলে।

অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

> লেভিরেট বিবাহ: মৃত স্বামীর যেকোনো ভাইয়ের সঙ্গে বিধবা মহিলার বিবাহের রীতিকে ভ্রাতৃবধূ বিবাহ বা লেভিরেট বিবাহরীতি আখ্যা দেওয়া হয়। এ রীতি অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তার বিধবা স্ত্রী মৃত স্বামীর ভাইয়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। সাধারণত মৃত ভাইয়ের শ্বশুরবাড়ির সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক যাতে বিচ্ছিন্ন না হয়; অথবা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বিধবা মহিলাটি তার বাবা-মায়ের সংসারে যাতে নিয়ে যেতে না পারে সেজন্য মৃত স্বামীর বিবাহযোগ্য ছোট ভাই থাকলে তার সঙ্গে বিবাহের ব্যবস্থা করা হয়।

> সরোরেট বিবাহ: সরোরেট এক ধরনের বিবাহের রীতি। কোনো ব্যক্তির স্ত্রী মৃত্যুবরণ করলে সে তার মৃত স্ত্রীর যেকোনো বোনকে বিবাহ করবে এমন রীতিই হচ্ছে সরোরেট। প্রথাটি যেন সরোরাল পলিজিনির অবশেষের কথা মনে করিয়ে দেয়। কেননা ব্যক্তিটি স্ত্রীর বোনকে বিবাহের সুযোগ পাচ্ছে। অর্থাৎ সরোরেট পদটি মৃত স্ত্রীর বোনকে বিবাহ করার রীতি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এ বিবাহ অবশ্যই দ্বিতীয়বারের মতো বিবাহ।

অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

> রোমান্টিক বিবাহ যখন কোনো বিবাহ পাত্র-পাত্রীর স্বাধীন ইচ্ছায় সম্পাদিত হয়ে থাকে তখন তাকে রোমান্টিক বিবাহ বলে। এ ধরনের বিবাহ প্রেমঘটিত বা ভালোবাসার বিবাহও বলে পরিচিত। বাংলাদেশের নগর সমাজে এ ধরনের বিবাহ বেশি লক্ষ করা যায়।

> প্যারালাল কাজিন বিবাহ প্যারালাল কাজিন বলতে চাচাতো ভাইবোন বা খালাতো ভাইবোনকে বোঝায়। মনে রাখা দরকার, একই লিঙ্গের ভাই বা বোনের সন্তানেরা পরস্পর প্যারালাল কাজিন। যেমন- দু ভাইয়ের সন্তান-সন্ততিরা পরস্পর চাচাতো ভাইবোন আবার দুই বোনের সন্তান-সন্ততিরা পরস্পর খালাতো ভাইবোন। চাচাতো অথবা খালাতো ভাইবোনের মধ্যে বিবাহকে বলা হয় প্যারালাল কাজিন বিবাহ।

> ক্রসকাজিন বিবাহ পিতার বোনের সন্তান-সন্ততি এবং মাতার ভাইয়ের সন্তান-সন্ততি হলো ক্রস কাজিন। অর্থাৎ বিপরীত লিঙ্গের ভাইবোনের সন্তানেরাই ক্রস কাজিন। ফুফাতো বা মামাতো ভাইবোনের মধ্যকার বিবাহকে বলা হয় ক্রস কাজিন বিবাহ।

অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

> কনস্যাংগুইন পরিবার: রক্ত সম্পর্কযুক্ত পরিবার প্রথা গঠিত হয় আপন বা জ্ঞাতিসম্পর্কের নিকট ভাইবোনের মধ্যে বিয়ের ভিত্তিতে। অবাধ যৌন জীবনের স্তর অতিক্রম করে মানবসমাজের প্রথম ধরনের পরিবার হিসেবে কনস্যাংগুইন বা রক্ত সম্পর্কযুক্ত পরিবারের সূত্রপাত হয়।

মর্গানের মতে, কনস্যাংগুইন পরিবার হচ্ছে আদি বা প্রথম পরিবার, তবে যৌন জীবনের দ্বিতীয় স্তর। কারণ যৌন জীবনের প্রথম স্তর অবাধ যৌনাচারে কাটে এবং তা ছিল প্রাক-পরিবার জীবন। পরিবারের অস্তিত্ব ছিল মর্গান বর্ণিত বন্যদশার নিম্ন ও মধ্য পর্যায়ে। ওই সময়ে সম্পত্তিতে মালিকানার অস্তিত্ব ছিল।

> পুনালুয়ান পরিবার: আপন বা জ্ঞাতিসম্পর্কের কয়েকজন বোনের সঙ্গে একদল পুরুষের বা আপন জ্ঞাতিসম্পর্কের কয়েকজন ভাইয়ের সঙ্গে একদল মহিলার যৌথ বিবাহের ভিত্তিতে পুনালুয়ান পরিবার গঠিত হয়। অর্থাৎ যৌন জীবনের ওপর আর একটু সামাজিক নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হয়। এ পরিবার প্রথার চল্লিশটি নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে উত্তর আমেরিকান রেড ইন্ডিয়ান উপজাতির মধ্যে।

অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

> সিনডিয়াসমিয়ান পরিবার: একজন পুরুষ ও একজন মহিলার মধ্যে অস্থায়ী যুগল বন্ধনে এ পরিবার গঠিত হতো। এ পরিবারের স্থায়িত্ব স্বামী-স্ত্রীর খেয়ালখুশির ওপরই নির্ভর করত। সাধারণত একটি সন্তান জন্মের পর পরিবারটি বিলুপ্ত হয়ে যেত। মর্গানের মতে, এটি হচ্ছে তৃতীয় স্তরের পরিবার এবং চতুর্থ পর্যায়ের যৌন জীবন। আমেরিকান অধিবাসীদের মধ্যে এ পরিবারের সূত্রপাত হয়েছিল।

> নয়াবাস পরিবার: বিবাহোত্তর বসবাসের স্থানের ভিত্তিতে পরিবারকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। তন্মধ্যে নয়াবাস পরিবার হলো একটি। মূলত নয়াবাস পরিবার বলতে বিবাহের পর নব দম্পতি স্ত্রীর বাবার বাড়ি কিংবা স্বামীর বাবার বাড়িতে বসবাস না করে নতুন কোনো আবাসস্থলে বসবাস করাকে বোঝায়। বর্তমান শহুরে জীবনে এ ধরনের পরিবার লক্ষ করা যায়। নয়াবাস পরিবারকে অনু পরিবারও বলা হয়ে থাকে।

অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

> অনু পরিবার: যখন একজন স্বামী, একজন স্ত্রী এবং তাদের অবিবাহিত সন্তানদের নিয়ে পরিবার গঠন করে, তখন তাকে অনু পরিবার বলে। আমেরিকান সমাজে এ পরিবারের প্রচলন বেশি।

> বর্ধিত পরিবার আকারের ভিত্তিতে পরিবার তিন ধরনের হয়ে থাকে। এর মধ্যে বর্ধিত পরিবার একটি। তিন পুরুষের পারিবারিক বন্ধনের পরিবার হলো বর্ধিত পরিবার। পরিবারে পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় দিকের সদস্য অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। আমাদের দেশের গ্রামীণ সমাজে এ ধরনের পরিবার এখনও দেখা যায়।

অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

> জ্ঞাতি সম্পর্ক: ইংরেজি 'kin' শব্দের অর্থ জ্ঞাতি বা আত্মীয়স্বজন এবং kinship অর্থ জ্ঞাতিসম্পর্ক বা আত্মীয়তা সম্পর্ক। আমরা সবাই কিছু লোকের সঙ্গে রক্ত বা বৈবাহিক সূত্রে জ্ঞাতিবন্ধনে আবদ্ধ। যারা আমাদের সঙ্গে জন্ম, রক্ত বা বংশসূত্রে আবদ্ধ তাদের বলা হয় Consanguineal kin বা রক্তসম্পর্কীয় জ্ঞাতি। পক্ষান্তরে, যারা বৈবাহিকসূত্রে সম্পর্কযুক্ত তাদেরকে বলা হয় Affines বা Affinal kin বা বৈবাহিক জ্ঞাতি। রবার্টসন বলেন, "জ্ঞাতিসম্পর্ক হচ্ছে ঐ সকল ব্যক্তির মধ্যকার এক সম্পর্কের জালবিশেষ যারা সাধারণত পূর্বপুরুষের উত্তরসূরি হিসেবে, দত্তক গ্রহণের মাধ্যমে অথবা বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ।" অন্যদিকে নৃবিজ্ঞানী রিভার্স বলেন, জ্ঞাতিসম্পর্ক হচ্ছে জৈবিক বন্ধনের সামাজিক স্বীকৃতি।" অতএব বলা যায়, জ্ঞাতিসম্পর্ক বলতে আত্মীয়তার সম্পর্ক যেটা রক্ত সম্পর্ক, জন্মগত সম্পর্ক, বংশগত সম্পর্ক, বৈবাহিক সম্পর্ক প্রভৃতির ভিত্তিতে নির্ণীত সম্পর্ককে বোঝায়।

অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

> বর্ণনামূলক জ্ঞাতি : আধুনিক সমাজে বর্ণনামূলক জ্ঞাতিসম্পর্ক প্রথার উৎস ও বিকাশ ঘটেছে। মর্গানের মতে, একক বিবাহের আবির্ভাবের সাথে বর্ণনামূলক জ্ঞাতি সম্পর্ক ও শক্তি মালিকানার ধারণাটিও চলে আসে, যা একক বিবাহ প্রথা উত্তরণের সাথে শুরু হয়। এ পদ্ধতিতে জ্ঞাতিসম্পর্ক নির্দিষ্ট করে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। একক বিবাহের পর ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন, মামা-মামী, খালা-খালু, চাচা-চাচি সবাইকে ভিন্ন ভিন্নভাবে পৃথক করে সম্বোধন করা সম্ভব হয়। জ্ঞাতিসম্পর্ককে এভাবে ভিন্ন ভিন্ন নামে সম্বোধন করার পদ্ধতিকে বর্ণনামূলক জ্ঞাতি সম্পর্ক বলে।

অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

> শ্রেণিমূলক জাতি: মর্গান প্রদত্ত জ্ঞাতিসম্পর্কের মতবাদের দুটি ভাগ হলো শ্রেণিবাচক ও বর্ণনামূলক জ্ঞাতি। শ্রেণিবাচক জ্ঞাতিসম্পর্কে রক্তসম্পর্ককে নির্দিষ্ট করে বর্ণনা করার সুযোগ নেই। কারণ প্রাথমিক পর্যায়ে একজনের জ্ঞাতি পরিচয়ের কোনো নির্দিষ্ট উপায় ছিল না। এ অবস্থায় রক্ত সম্পর্ক গড়ে ওঠে গোষ্ঠীগত বা দলগতভাবে। অপরদিকে, মর্গান একক বিবাহ থেকে বর্ণনামূলক আত্মীয়তার ভিত্তি রচনা করেন। তিনি বিশ্বাস করেন, এ ধরনের আত্মীয়তার ব্যবস্থা ব্যক্তিগত বিয়ের কারণ।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – সামাজিক প্রতিষ্ঠান

টপিক – ১৭ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

প্রশ্ন ১- জামিল সাহেবের তিনটি ছেলে। বড় ছেলের নাম জনি। মেজটির নাম রনি। ছোট ছেলের নাম পিন্টু। জনির ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী নিয়ে জামিল সাহেব একসাথে বসবাস করেন। রনি তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা নিয়ে পাশের শহরে বসবাস করেন। প্রবাসী পিন্টু ছুটিতে এসে বিয়ে করে নতুন স্ত্রীকে নিয়ে প্রবাসে চলে যান।

ক. 'Ancient Society' বইটি কার লেখা?

খ. জ্ঞাতিসম্পর্ক বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকের আলোকে পরিবারের ধরনসমূহ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত কোন পরিবারটি তোমার কাছে পছন্দ? যুক্তিসহ তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। [ঢা. বো. '২১; রা. বো. '২১; কু. বো. '২১; ব. বো. '২১; দি. বো. '২১; ম. বো. '২১]

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

প্রশ্ন ২-

ঘটনা-১: সূর্য তার চাচাতো বোনকে বিয়ে করে।

ঘটনা-২ : চম্পা তার স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর ছোট ভাইকে বিয়ে করে।

ক. প্রথা কী?

খ. পিতৃতান্ত্রিক পরিবার বলতে কী বোঝ?

গ. ঘটনা-১ কোন ধরনের বিবাহ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ঘটনা-২ বিবাহের সামাজিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

[ঢা. বো. '২১; রা. বো. '২১; কু. বো. '২১; ব. বো. '২১; দি. বো. '২১; ম. বো. '২১]

প্রশ্ন ৩- সানোয়ার সাহেব স্ত্রী ও তিন সন্তান নিয়ে ঢাকা শহরে বসবাস করেন। গ্রামের আত্মীয়-স্বজনরা প্রায়ই নানা প্রয়োজনে তার বাসায় আসেন। কেউ চিকিৎসার প্রয়োজনে আসেন আবার কেউবা চাকরির প্রয়োজনে। তিনি সাধ্যমত সবাইকে সাহায্য করেন। গত মাসে তিনি তার বোনের এক ছেলের চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এছাড়া দরিদ্র ও অসচ্ছল আত্মীয়দের বিয়ে-শাদী ও বিপদে-আপদে আর্থিক সাহায্য করেন।

ক. পরিবার কাকে বলে?

খ. 'মামা' কোন ধরনের জ্ঞাতিপদ? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে সানোয়ার সাহেবের পরিবারটি কোন ধরনের -ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে সানোয়ার সাহেবের কর্মকাণ্ডে জ্ঞাতিসম্পর্কের সামাজিক গুরুত্ব প্রতিফলিত হয়েছে।- বিশ্লেষণ কর।

[ঢা. বো. '২২; য. বো. '২২; কু. বো. '২২; চ. বো. '২২; সি. বো. '২২; দি. বো. '২২; ম. বো. '২২]

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – সামাজিক প্রতিষ্ঠান

টপিক – ১৮ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বিবাহ কী?

ক. সামাজিক চুক্তি
খ. দাম্পত্য জীবন
গ. সামাজিক কার্যপ্রণালি
ঘ. প্রথা

'বিবাহ হচ্ছে এমন এক দুঃসাহসিক বন্ধুত্ব যার আইনগত রেজিস্ট্রেশন এবং সামাজিক গোষ্ঠীর সমর্থন রয়েছে'- এ অভিমতটি কার?

ক. এডওয়ার্ড ওয়েস্টারমার্ক
খ. ই. আর. গ্রোভস্
গ. ম্যালিনোস্কি
ঘ. রবার্ট লুই

কিসের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর যৌন চাহিদা পূরণ হয়?

ক. বিবাহ
খ. প্রেম
গ. ভালোবাসা
ঘ. হৃদ্যতা

বিবাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কী ধরনের সম্পর্ক তৈরি হয়?

ক. বৈধ
খ. স্থায়ী
গ. অস্থায়ী
ঘ. সামাজিক

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বর্তমান সমাজে জনপ্রিয় বিবাহ রীতি হচ্ছে-

ক. একক বিবাহ
খ. বহুস্বামী বিবাহ
গ. বহুপত্নী বিবাহ
ঘ. বিধবা বিবাহ

'Polygamy' কোন ধরনের বিবাহ?

ক. একক বিবাহ
খ. বহির্বিবাহ
গ. বহু স্বামী
ঘ. বহু বিবাহ

পলিয়ানড্রী-এর অর্থ কী?

ক. কাল পুরুষ
খ. উত্তম পুরুষ
গ. বহু পুরুষ
ঘ. কম পুরুষ

একজন স্ত্রীর সঙ্গে একাধিক পুরুষের বিবাহকে কোন ধরনের বিবাহ বলে?

ক. সরোরেট
খ. লেভিরেট
গ. বহু স্বামী বিবাহ
ঘ. বহু স্ত্রী বিবাহ

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

একজন পুরুষের সঙ্গে একাধিক মহিলার বিবাহকে কোন ধরনের বিবাহ বলে?

ক. গোষ্ঠী বিবাহ
খ. বহির্বিবাহ
গ. বহু স্ত্রী বিবাহ
ঘ. বহু স্বামী বিবাহ

কার মতে বিবাহ প্রথা দীর্ঘ ক্রমবিকাশের ফল?

ক. মর্গান
খ. নিমকফ
গ. অগর্বান
ঘ. ডেভিড পোপেনো

কোন জাতিগোষ্ঠীর মাঝে বহু স্বামী বিবাহ ভিত্তিক পরিবার চালু ছিল?

ক. আফ্রিদি
খ. বাহিমা
গ. টোডা
ঘ. রাখাইন

টোডারা কোন অঞ্চলে বসবাস করে?

ক. পূর্ব ভারতে
খ. পশ্চিম ভারতে
গ. উত্তর ভারতে
ঘ. দক্ষিণ ভারতে

কোনো বিধবা মহিলার সঙ্গে তার মৃত স্বামীর ভাইয়ের বিবাহকে যে বিবাহ বলে তা চিহ্নিত কর।

ক. গোষ্ঠী বিবাহ
খ. একক বিবাহ
গ. বহু বিবাহ
ঘ. লেভিরেট বিবাহ

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

অনুলোম বিবাহ হলো- [সকল বোর্ড '১৫]

ক. উঁচু বংশের পাত্রের সাথে নিচু বংশের পাত্রীর বিবাহ

খ. নিচু বংশের পাত্রের সাথে উঁচু বংশের পাত্রীর বিবাহ

গ. কোনো বিপত্নীক পুরুষের সাথে কোনো স্ত্রী লোকের বিবাহ

ঘ. কোনো বিধবা মহিলার সাথে কোনো পুরুষের বিবাহ

'Hypogamy' দ্বারা কী বোঝায়?

ক. বহুবিবাহ

খ. একক বিবাহ

গ. অনুলোম বিবাহ

ঘ. প্রতিলোম বিবাহ

পাত্রপাত্রীর মধ্যে যখন বয়স, শিক্ষা, রুচি, আর্থিক অবস্থা, সামাজিক বংশীয় মর্যাদা সমান হয়, তখন তাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত বিবাহকে কী ধরনের বিবাহ বলে?

ক. Hypergamy

খ. Hyprogamy

গ. Homogamy

ঘ. Heterogamy

পাত্র-পাত্রীর স্বাধীন ইচ্ছার ভিত্তিতে সংঘটিত বিবাহ হলো- [সকল বোর্ড '২১]

ক. লেভিরেট

খ. সরোরেট

গ. বহু স্ত্রী বিবাহ

ঘ. রোমান্টিক বিবাহ

THANK YOU